H. Ahmed.

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন, কোন রসুল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৮ বর্ষ ॥ ২৪শ সংখ্যা

১৭ই বৈশাখ ১৩৯২ বাংলা ॥ ৩০শে এপ্রিল ১৯৮৫ ইং ॥ ৯ই শাবান ১৪০৫ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ৩৮শ বর্ষ:
৩০শে এপ্রিল ১৯৮৫ ২৪শ সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সুরা তওবা (১১শ পারা, ১২শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'মহাকল্যাণময় মাস'	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
* অমৃত বাণী : 'রোযার অপরিহার্যতা ও তাৎপর্য'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজীর আহমদ ভূইয়া	৮
* সংবাদ :	সংকলন ও অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৬
* ফযিলতে রমজানুল মোবারক সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় :	মোহতারম ন্যাশনাল আমীর, বাঃ আঃ আঃ	২৮

আখবারে আহ্‌মদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের কর্মকম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্যের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

বিশেষ জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অধীনস্থ সকল জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬ষ্ঠ মজলিসে শুরা ইনশাআল্লাহ আগামী ১০, ১১ ও ১২ই মে, ১৯৮৫ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার দারুত তবলিগে অনুষ্ঠিত হইবে।

জামাতসমূহের সকল আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবানকে বিনা ব্যতিক্রমে এই শুরায় যোগদানের জন্য বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে। শুরায় আলোচনার জন্য কোন প্রস্তাব থাকিলে তাহা নিজ নিজ জামাতের মজলিসে আমেলা কর্তৃক পাশ করাইয়া আগামী ৩রা মে '৮৫ রোজ শুক্রবারের পূর্বে খাকসারের নামে পাঠাইতে বিশেষ অনুরোধ জানান যাইতেছে।

আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকলের হাফেজ, নাসের ও হাদী হউন। ওয়াসসালাম।

খাকসার—এ, কে, রেজাউল করিম
সেক্রেটারী, শুরা কমিটি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ২৪শ সংখ্যা

১৭ই বৈশাখ ১৩৯২ বাংলা : ৩০শে এপ্রিল ১৯৮৫ইং : ৩০শে শাহাদাৎ ১৩৬৪ হিঃ শামসী

তরজমাতুল কোরআন

৯ম সুরা তওবা

[ইহা মাদানী সুরা, ইহার ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকু আছে]

১১শ পারা — ১২শ রুকু

১০০। এবং মোহাজের এবং আমাদের মধ্য হইতে যাহারা অগ্রগামী এবং যাহারা উত্তম ভাবে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আল্লাহ তাহাদের জন্য এমন বাগান সমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে, ইহাই মহা সফলতা।

১০১। এবং যে সকল মরুবাসী আরব তোমাদের চারিপাশে আছে, তাহাদের মধ্যে কতক মোনাফেক আছে, এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে কতক আছে, যাহারা কপটতায় অবিচল, তুমি তাহাদিগকে জান না, আমরা তাহাদিগকে জানি, আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে দুই বার আযাব দিব ; অতঃপর তাহাদিগকে এক মহা আযাবের দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

১০২। এবং কিছু আরও লোক আছে যাহারা নিজেদের পাপ স্বীকার করিয়াছে, তাহারা নেক আমলকে অন্য কতক বদ আমলের সহিত মিশাইয়া দিয়াছে, এমন হইতে পারে যে আল্লাহ তাহাদের প্রতি সদয় হইবেন ; নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, বারবার রহমকারী।

১০৩। (হে নবী !) তুমি তাহাদের মাল হইতে সদকা লও যেন ইহা দ্বারা তুমি তাহাদিগকে পবিত্র করিতে এবং তাহাদের উন্নতি সাধন করিতে পার এবং তুমি তাহাদের জন্য দোওয়াও করিতে থাক, কারণ তোমার দোওয়া তাহাদের জন্য শান্তি দায়ক ; এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

১০৪। তাহারা কি জানে না যে, এক মাত্র আল্লাহই আছেন যিনি তাঁহার বান্দাগণের তওবা কবুল করেন, এবং আল্লাহই আছেন যিনি অধিক তওবা কবুলকারী, বার বার রহমকারী।

১০৫। (তাহাদিগকে) তুমি বল, তোমরা (নিজ জায়গায়) কাজ করিয়া যাও, অতঃপর আল্লাহ ও তাঁহার রসুল এবং মোমেনগণ তোমাদের আমল সমূহ দেখিতে থাকিবেন, এবং নিশ্চয় তোমাদিগকে অদৃশ্য ও দৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী খোদার নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে; অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তোমরা যাহা করিতে উহা খুলিয়া বর্ণনা করিবেন।

১০৬। এবং কিছু আরও লোক আছে যাহাদিগকে আল্লাহর হুকুমের ইন্তেযারে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, হয় তিনি তাহাদিগকে সাজা দিবেন অথবা তাহাদের প্রতি সদয় হইবেন, এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, পরম হিকমতওয়ালা।

১০৭। এবং যাহারা ক্ষতি সাধন, কুফর প্রচার এবং মোমেনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে যুদ্ধ করিয়াছে তাহাদের জন্য গোপন ঘাঁটি স্বরূপ একটি মসজিদ বানাইয়াছে, তাহারা নিশ্চয় কসম খাইবে যে কেবল নেকী করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন, তাহারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

১০৮। সুতরাং (হে নবী!) তুমি কস্মিনকালেও উহার মধ্যে দাঁড়াইও না, যে মসজিদ প্রথম দিন হইতেই তাকওয়ার ভিত্তির উপর নির্মিত হইয়াছে, উহা অধিকতর হকদার যে তুমি উহার মধ্যে (জমাআত করিবার জন্য) দাঁড়াও, উহার মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা পবিত্র হইতে ভালবাসে, এবং আল্লাহ পবিত্র লোকদিগকে ভালবাসেন।

১০৯। যে ব্যক্তি নিজের ভিত্তি আল্লাহর তাকওয়া এবং তাঁহার সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে বেশী উত্তম অথবা ঐ ব্যক্তি যে নিজের অট্টলিকার ভিত্তি এমন এক খোকলা পতনোন্মুখ কিনারায় স্থাপন করে, অকঃপর ঐ কিনারা অট্টালিকা সহ জাহান্নামের আগুনে ধসিয়া পড়ে? এবং আল্লাহ যালেম কওমকে হেদায়ত দেন না।

১১০। তাহারা যে অট্টলিকা বানাইয়াছিল উহা তাহাদের মনে সদা পীড়ার কারণ হইবে, যে পর্যন্ত না তাহাদের হৃদয় টুকরা টুকরা হইয়া যায় (এবং তাহারা মরিয়া যায়), এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না তোমরাই আল্লাহ্-তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী, সুতরাং পূণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হাদিস শরীফ

সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি ও সহানুভূতির মহান কল্যাণময় মাস
এতেকাফ ও লাইলাতুল কদর

হযরত নবী আকরাম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন : "হে জনগণ ! তোমাদের নিকট এক মহান মাস (রমজান) আসিয়াছে এবং বরকত ও কল্যাণের দ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। ইহাতে এরূপ একটি রাত্রিও আছে যাহা হাজার মাসের চাইতে উত্তম। আল্লাহ্‌তায়ালা এই মাসের রোজা তোমাদের উপর ফরজ করিয়াছেন, এবং রাত্রিকালের এবাদত নফল হিসাবে নির্ধারণ করিয়াছেন। এই মাসের নফল এবাদতের সওয়াব অন্যান্য দিনের ফরজ এবাদতের সমতুল্য। এই মাস সবর—ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অর্জন-এর মাস, এবং সবরের সওয়াব হইল জান্নাত। এই মাস পরস্পর সহানুভূতি ও সমবেদনা (প্রদর্শন)-এর মাস। এই মাসে মুমেনের রিজিক (উপজীবিকা) বৃদ্ধি করা হয়। যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করায়, সে গোনাহর ক্ষমা পাইবে ও দোযখের আগুণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে এবং অপরের সওয়াবে কোন প্রকার ঘাটতি সাধন ব্যতিরেকে তাহার রোজার সমপরিমাণ সওয়াব অর্জন করিবে।" (মেশকাত শরীফ)

o o o

"এই মাসের প্রথম অংশ রহমত (করুণা) স্বরূপ, ইহার মধ্যভাগ মাগফেরাত (পাপ মোচন) স্বরূপ এবং ইহার শেষাংশ নরকাগ্নি হইতে নিস্কৃতি (তথা জান্নাত) লাভের কারণ বিশেষ।" (মেশকাত শরীফ)

o o o

"হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমজানের শেষ দশ দিন (মসজিদে) এতেকাফে বসিতেন এবং তাঁহার ওফাত পর্যন্ত সদা নিয়মিত ইহা তিনি পালন করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহার স্ত্রীগণও তাঁহার পরে এতেকাফে বসিয়াছেন।" (বুখারী শরীফ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আল্লাহর রসুল ! আমি যদি লাইলাতুল কদরের সন্ধান পাই তাহা হইলে আমি তখন কি দোওয়া করিব ?" হুজুর (সাঃ) বলিলেন, "তুমি তখন (বিশেষতঃ) এই দোওয়া করিও : "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওউন, তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি"—অর্থাৎ "হে আমার আল্লাহ ! তুমি সীমাহীন ক্ষমার অধিকারী, ক্ষমা করা তোমার নিকট অতি প্রিয় ; সুতরাং তুমি আমায় ক্ষমা কর এবং সকল পাপ আমার মোচন করিয়া দাও।" (তিরমিজি শরীফ)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

রোযার অপরিহার্যতা ও তাৎপর্য

"নামাযের কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অতঃপর রোযার এবাদত রহিয়াছে। আক্ষেপ, বর্তমান জামানায় মুসলমান বলিয়া আখ্যাত এরূপ লোকও আছে যাহারা এ সকল এবাদতে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে চায়। তাহারা অন্ধ—তাহারা খোদাতায়ালার পূর্ণ ও পরিণত প্রজ্ঞা সম্বন্ধে অজ্ঞ। আত্মার শুদ্ধি ও বিকাশের জন্য এ সকল এবাদত অপরিহার্যতার স্বাক্ষর বহণ করে। এই সকল লোক যে জগতে প্রবেশ লাভ করে নাই উহার বিষয়াবলীতে তাহারা বৃথা অনধিকার চর্চা করে, এবং যে দেশের তাহারা পরিভ্রমণ করে নাই সেখানকার সম্বন্ধে মিথ্যা সংশোধনী প্রস্তাব্যাবলী পেশ করে। তাহাদের জীবন পার্থিব কাণ্ড-কৌশলেই অতিবাহিত হইয়া থাকে; ধর্মীয় বিষয়াবলী সংক্রান্ত তাহাদের কোনই জ্ঞান নাই। বস্তুতঃ স্বল্প আহার এবং ক্ষুৎ-পিপাসা বরণও আত্মশুদ্ধির জন্য জরুরী। ইহার দ্বারা দিব্য শক্তির (কাশ্‌ফী তাকতের) উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। মানুষ শুধু খাদ্যাহারেই জীবিত থাকে না। অনন্ত ও চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ ধ্যান ছাড়িয়া দেওয়া নিজের উপর আল্লাহতায়ালার কহর ও অভিশাপকে নামাইয়া আনারই নামান্তর। কিন্তু রোজাদার ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিত, রোযার দ্বারা মানুষের পক্ষে শুধু ক্ষুধার্ত থাকাই উদ্দেশ্য নয়, বরং খোদাতায়ালার স্মরণ ও জিকিরের মধ্যে একান্ত মশগুল থাকা উচিত। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম রমযান শরীফে অত্যন্ত এবাদত করিতেন। এই দিনগুলিতে আহার-বিহারের ধ্যান হইতে মুক্ত হওয়া এবং সেই সংক্রান্ত প্রয়োজনাদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আল্লাহর দিকে কাটিয়া পড়া এবং তাঁহাতেই তন্ময়তা ও আবেশ লাভ করা দরকার। হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যাহার দৈহিক খাদ্য তো জুটিল, কিন্তু সে রুহানী খাদ্যের জন্য কোনই পরোয়া করিল না। দৈহিক খাদ্যের দ্বারা যেমন দৈহিক শক্তি লাভ হয়, তেমনি রুহানী খাদ্য আত্মাকে সবল ও কায়েম রাখে, এবং উহার দ্বারা রুহানী শক্তিগুলি সতেজ হয়। খোদাতায়ালার নিকট ফয়েজ ও কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার অভিলাষী হও, কেননা সবকিছুর দুয়ার তাঁহারই তওফিক ও সুযোগ-

সামর্থ দানে খুলিয়া থাকে।.....ইসলামের রুকণসমূহ নেজাত দানের উদ্দেশ্যেই কায়েম করা হইয়াছে। কিন্তু মানুষ নিজেদের ভুলের জন্য কোথা হইতে কোথায় চলিয়া যায়! মানুষের নিজেদের আমলের উপর ফখর করা উচিত নয়, এবং তাহার খুশী হওয়া উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না এরূপ খালেস ও নিখুঁৎ ঈমান হাসিল হয় যাহাতে মানুষের এবাদতে খোদাতায়ালার সহিত কোন প্রকারের শরীক না থাকে এবং তৎসংগে তাহার সকল প্রকার সময়োপযোগী নেক আমল করার সুযোগও হাসিল হয়।

(১৯০৬ইং সনের সালানা জলসার বক্তৃতা, পৃঃ ২০-২১)

অনুবাদ : মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্ণিকা কেশ তৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For Nnone

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দুর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ—এইচ, পি বি ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ **ফোন ঃ ২৫৯০২৪**

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৫ই মার্চ, ১৯৮৫ ইং তারিখে মসজিদে ফজল, লণ্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহুদ ও তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর কোরআন করীমের সুরা আল্-ইমরানের নিম্নলিখিত আয়াতগুলি তেলাওয়াত করেন :—

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ط ولو امن اهل الكتب لكان خيرا لهم ط منهم المؤمنون واكثرهم الفسقون ٥ ليسوا سواء ط من اهل الكتب امة قائمة يتلون ايت الله انا ء اليل وهم يسجدون ٥ يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات ط واولئك من الصلحين ٥ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ط والله عليم بالمتقين ٥

[অর্থ :—"তোমরা (সব চাইতে) উত্তম জামাত, যাহাদিগকে মানুষের (কল্যাণের জন্য) সৃষ্টি করা হইয়াছে। তোমরা পুন্য কাজের হেদায়েত কর এবং পাপ কাজে বাধা দাও এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখ। এবং যদি আহলে কেতাবগণও ঈমান আনিত তাহা হইলে তাহাদের জন্য উত্তম হইত। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মোমেনও রহিয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশ অবাধ্য। তাহারা সকলে সমান নহে। আহলে কেতাবগণের মধ্যেও এইরূপ একটি জামাত রহিয়াছে যাহারা (নিজেদের প্রতিজ্ঞায়) কায়েম আছে। তাহারা রাত্রিবেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সেজদা করে। তাহারা আল্লাহর উপর এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে এবং পুণ্য কাজের জন্য হেদায়েত করে এবং পাপ কাজে বাধা দেয় এবং পুণ্য কাজে একে অন্যের তুলনায় সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং এই সকল লোকেরা পুন্যাত্মাগণের অন্তর্ভুক্ত এবং তাহারা যে সকল পুন্য কাজ করে, ঐগুলির অনাদর করা হইবে না এবং আল্লাহ মোত্তাকীদিগকে খুব জানেন।"—অনুবাদক]

অতঃপর বলেন :

যে আয়াতগুলি আমি তেলাওয়াত করিয়াছি, ঐগুলি সুরা আলে-ইমরান হইতে লওয়া হইয়াছে। প্রথমে যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করিয়াছি, উহা ১১৯ নম্বর আয়াত এবং

অবশিষ্ট তিনটি আয়াত ১১৪ হইতে ১১৬ নম্বর আয়াত। এই আয়াতগুলিতে আহলে কেতাবদের নিকট তবলিগ করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং একান্ত প্রীতিভরে ও জ্ঞানগর্ভ ভাষায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, যদি আহলে কেতাবেরা মুসলমান না হয় তাহা হইলে উহা তাহাদের অপরাধ হইবে। এই ব্যাপারে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামদের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে না। কেননা তাহারা তাহাদের কর্তব্য কোন প্রকারে কম করে না এবং তাহারা এইভাবে তবলীগ করে যেন হুজ্জত (যুক্তি প্রমাণের পূর্ণতা সাধন) পূর্ণ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সাধারণ-ভাবে আহ্‌লে কেতাবদিগকে সম্পূর্ণরূপে রদ করিয়া দেওয়া এবং মরদুদ আখ্যায়িত করা, যেন তাহাদের মধ্যে আর কোন নেকী অবশিষ্ট নাই, ইহাকেও কোরআন করীম বাতিল করিয়া দিয়াছে এবং এই হেদায়েত করিয়াছে যে, কোন মানব গোষ্ঠীকে জাতি হিসাবে এইভাবে অভিশপ্ত আখ্যায়িত করা যে তাহাদের মধ্যে কোন সদগুণই আর অবশিষ্ট নাই এবং তাহাদের মধ্যে কোন ভদ্রলোক আর অবশিষ্ট নাই, ইহাও আল্লাহতায়ালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। বস্তুতঃ এই সমস্ত লোক যাহাদিগকে উম্মতে মোহাম্মদীয়া বাহ্যিকভাবে মৃত মনে করিয়াছিল বা মৃত মনে করিয়া বসিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও আশা রাখিতে বলা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে মৃতদের মধ্য হইতেও আল্লাহতায়ালা জীবন সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব এই জাতিগুলি সম্বন্ধে কখনো হতাশ হইও না এবং নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে কখনো গাফেল হইও না।

অতএব বলা হইয়াছে, كنتم خير امة اخرجت للناس তোমরা উত্তম উম্মত, যাহাদিগকে মানুষের কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে এইগুণ রহিয়াছে যে, তোমরা পুণ্য কাজের জন্য আদেশ দাও এবং আদেশ দিতে থাক এবং পাপ কাজে বাধা দাও ও বাধা দিতে থাক। তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ এবং তাঁহার উপর তোমরা ভরসা কর এবং তোমরা দারোগার অধিকার গ্রহণ কর নাই। বরং আল্লাহর উপর ঈমানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ইহা বলা হইয়াছে যে তোমরা ঐ সমস্ত লোক যাহারা তবলীগের কর্তব্য পালন করিয়া থাকে এবং নিজেদের রা'বের উপর ঈমান রাখে এবং তাঁহার কুদরতের উপর ঈমান রাখে। ولو امن اهل الكتب لكان خيرا لهم যদি আহলে কেতাবেরা ঈমান আনিত তাহা হইলে তাহাদের জন্য উত্তম হইত। অর্থাৎ তাহাদের ঈমান না আনা এখন তাহাদের নিজেদের অপরাধ। উম্মতে মোসলেমা নিজেদের কর্তব্য শেষ সীমায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। এখন তাহাদের বিরুদ্ধ আপত্তি উত্থাপিত হইবে না। ঐ সকল আহলে কেতাব যাহারা তাহাদের প্রতি মুসলমানদের কর্তব্য পালন করা সত্ত্বেও ঈমান আনার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে, ইহারা সকলে সমান নহে। আহলে কেতাবদের মধ্যে এইরূপ লোকও রহিয়াছে যাহারা উম্মতে কায়েমা অর্থাৎ যাহারা ন্যায়ের উপর কায়েম রহিয়াছে

এবং আল্লাহর আয়াতসমূহ آناء الليل রাত্রিতে উঠিয়াও তেলাওয়াত করে وهم يسجدون এবং তাহারা খোদার হুজুরে সেজদায় রত থাকে। তাহারা আল্লাহর উপর ঈমান রাখে। তাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে এবং পুণ্য কাজের আদেশ দান করে এবং পাপ নাজে বাধা দেয় এবং ভাল কাজ একে অন্যের চাইতে অগ্রগামী থাকে। واولئك من الصالحين নিশ্চয়ই ইহারা সালেহীনদের (পুণ্যবান ব্যক্তিদের) অন্তর্ভূক্ত। وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ; তাহারা যে সমস্ত ভাল কথা বলে, উহার নাশোকর করা হইবে না এবং উহার পুরস্কার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইবে না। والله عليم بالمتقين আল্লাহতায়ালা মোত্তাকীদিগকে, খুব জানেন।

দুনিয়ার কোন কেতাবে আপনারা কখনো এই প্রকারের কোন আয়াত দেখিবেন না যে বিরুদ্ধবাদীদিগকে, বরং চরমবিরুদ্ধবাদীদিগকেও এইভাবে অনুগ্রহ করা হইয়াছে যে তাহাদের গুণাবলীকে অত্যন্ত প্রীতিভরে স্বীকৃতি দান করা হইয়াছে। হতভম্ব হইয়া যাইতে হয়। ইহা খোদার কালাম ব্যতীত আর কোন কালাম হইতে পারে না। অন্যান্য সকল আয়াতের কথা ছাড়িয়া দিন। আপনারা একটি মাত্র আয়াত বিশ্বের সকল ধর্মের সম্মুখে চ্যালেঞ্জরূপে পেশ করিতে পারেন যে, এই ধরনের কোন আয়াত তোমরা তোমাদের কেতাব হইতে বাহির করিয়াতো দেখাও। ইহার (কোরআন করীমের) আয়াতে এত শক্তি ও সৌন্দর্য্য রহিয়াছে। খোদার আরো কালাম পূর্বেও নাযেল হইয়াছিল। কিন্তু কোন কামেল বান্দার উপর এইরূপে নাযেল হয় নাই, যেইরূপে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর নাজেল হইয়াছে। এইজন্য এই আয়াত একদিকে যেমন খোদাতায়ালার তরফ হইতে নাযেল হওয়ার দলিল, তেমনি অন্যদিগকে ইহা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সার্বজনীন মহানুভবতারও দলিল। তিনি যেইরূপ চাহিতেন, যেইরূপ তাঁহার হৃদয় ছিল এবং অন্যের প্রতি যেইরূপ তাঁহার প্রীতি ও দৃষ্টিভংগী ছিল, ঐরূপ কালামই তাঁহার নিকট নাযেল করা হইয়াছিল।

যাহারা নিজদিগকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপ করে, তাহারা আজ আমাদিগকে এই বলিয়া খোঁচা দেয় যে, তোমরা কেন ইহুদিদিগকে তবলীগ করিতেছ? ইসরাইলে তোমরা তবলীগ করা হইতে বিরত হইতেছ না। অতএব নিশ্চয়ই তোমরা তাহাদের এজেন্ট। কি অজ্ঞতার কথা! ইহাদের না রহিয়াছে কোরআনের জ্ঞান, না রহিয়াছে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতের জ্ঞান। এইরূপ ভ্রান্তি ও এইরূপ অজ্ঞতাপূর্ণ পরিণতির কথা কি ভাবা যায়? কোরআন করীমের আয়াতে এই দলিল দেওয়া হইয়াছে যে, তোমরা নিজেদের তবলীগের কল্যাণ হইতে কোন জাতিকে বঞ্চিত রাখিতেছ না এবং এই কল্যাণ এত সার্বজনীন যে তোমরা দুশমনদিগকেও ইহা পেঁছাইতেছ। ইহা সত্বেও যদি তাহারা হেদায়েত গ্রহণ না করে, তাহা হইলে উহা তাহাদের অপরাধ। তোমাদের অপরাধ নয়। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদর্শ এইরূপ

যে পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইহুদী যে মুসলমান হইয়াছিল, যাহার নাম ছিল হুসাইন বিন সালাম এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যাহার নাম আবদুল্লাহ বিন সালাম রাখিয়াছেন, সে আঁ-হুজুরের ব্যক্তিগত তবলীগে মুসলমান হইয়াছিল। অতঃপর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহার মাধ্যমে পয়গাম পাঠাইয়া অন্যান্য ইহুদীদিগকেও একত্রিত করিলেন এবং তাহাদিগকে তবলীগ করিলেন। শেষাবধি এমন একটি ঘটনাও ঘটে নাই যে হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইহুদীদিগকে তবলীগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন বা নিজে তাহাদিগকে তবলীগ করা হইতে বিরত হইয়াছেন।

বস্তুতঃ একজন ইহুদী মাতা একটি মৃত্যুশয্যায় শায়িত শিশুর পয়গাম প্রেরণ করিল যে, সে মারা যাইতেছে এবং আপনাকে দেখিতে চাহিতেছে। তৎক্ষণাত হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উঠিয়া পড়িলেন এবং তাহাকে দেখার জন্য গমন করিলেন এবং মৃত্যুর সময় তাহাকে তবলীগ করিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি মুসলমান হইয়া মারা যাইবে—ইহা কি তোমার জন্য উত্তম নয়?" সে বলিল, "হাঁ, হে আল্লাহর রসুল! ইহাই আমার জন্য উত্তম।" এইভাবেই সে মারা গেল। ইহাই হইল মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদর্শ। (পাকিস্তানে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীরা) আমাদিগকে কোন্ আদর্শের দিকে আহ্বান জানাইতেছে?! একটি জানাযা অতিক্রম করিতেছিল। হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং চতুর্দিক হইতে অস্থির আওয়াজ আসিতে শুরু করিল যে, "হে আল্লাহর রসুল! ইহাতো ইহুদীর জানাযা" একটি রেওয়াতে আছে যে, তিনি বলিলেন, "মৃত্যুর পূর্বে তাহার মধ্যে কি প্রাণ ছিল না?" এতদ্ব্যতীত তিনি এইরূপ কথাও বলিলেন, যাহার দ্বারা মানুষের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলিলেন "সুখ দুঃখ সকলের জন্য সমান।" হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লামের ইহাই ছিল সত্ত্বা, যাঁহার জন্য নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোন ইহুদীর জানাযা অতিক্রম করার সময় আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দাঁড়াইয়া পড়েন।

কিন্তু আজ যাহারা ঘৃণার শিক্ষা দেয়, আজ যাহারা ইসলামের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, আজ যাহারা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র আদর্শের উপর বেদনাদায়ক অপবাদ আনয়ন করে, তাহারা আমাদিগকে বলে যে, 'তোমরা কেন মোহাম্মদের আদর্শ অনুসরণ করিতেছ? তোমরা কেন আমাদের আদর্শের অনুসরণ করিতেছ না?' আমরাতো কখনো কোন মূল্যেই তোমাদের আদর্শ গ্রহণ করিব না। আমাদের জন্য আদর্শ একটিই। চিরকালের জন্য আমাদের আদর্শ একটিই। উহা হইল আমাদের আকা ও মওলা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদর্শ। ঐ আদর্শেই আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। উহার মধ্যেই আমরা বাঁচিয়া থাকিব এবং উহার মধ্যেই আমরা জীবন দিব। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক, আমরা ইহুদীদের

স্বার্থে দালালী করিয়াছি এবং তাহাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছি। ইহা এইরূপ একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ যে, ব্যাপারটা ভাবিয়া দেখিলে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়।

যখন জেনারেল এসেম্বিলিতে প্যালেষ্টাইন বিভক্তির অন্যায় ও জালেমানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার পূর্বে উহা কাহার আওয়াজ ছিল যিনি সমগ্র ইসলাম জগতকে সাবধান ও সতর্ক করিয়াছিলেন এবং যাহার ফলে আরব জাহানে ও উহার বাহিরেও একটি শোর পড়িয়া গিয়াছিল? উহা হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর আওয়াজ ছিল। তিনি একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্যাম্পলেফট লিখিলেন এবং উহা প্রচার করিলেন ও সকলকে সাবধান করিলেন এবং বলিলেন যে, "তোমরা এই ধারণার বশবর্তী হইও না যে আজ পাশ্চাত্য জগত তোমাদের দুশমন, কাজেই প্রাচ্য তোমাদের বন্ধু বা প্রাচ্য তোমাদের দুশমন, কাজেই পাশ্চাত্য জগত তোমাদের বন্ধু। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, আমেরিকাও তোমাদের বন্ধু নয় এবং রাশিয়াও তোমাদের বন্ধু নয়। ইহারা নিজেদের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে। ইসলামের দুশমনীর দরুন ইহারা নিজেদের মধ্যকার দুশমনী ভুলিয়া বসিয়াছে এবং এক হইয়া গিয়াছে। তোমাদের মধ্যে কি আত্মমর্যাদাবোধ নাই? তোমাদের মধ্যে কি ইসলামের জন্য ভালবাসা নাই যে তোমরা ইসলামের ভালবাসায় নিজেদের দুশমনী ভুলিয়া এক হইয়া যাও?" ইহা এইরূপ একটি মহান বাণী ছিল এবং ইহা এইভাবে আলোড়িত করিয়া ও ঝাঁকুনী দিয়া মুসলমানদিগকে জাগ্রত করিয়াছিল যে, বহুকাল যাবত ইহার ধ্বনি আরব জাহানে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

অতঃপর যখন অন্যায় ও জালেমানা সিদ্ধান্ত হইয়া গেল তখন তিনি অন্য একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন ও উহাও খুবই বিপুলভাবে প্রচার করিলেন। ইহার পর কোন্ কোন্ পদক্ষেপ মুসলমানদের গ্রহণ করা উচিত, যাহা এই হারানো বাজী পুণরায় জিতার জন্য সাহায্য করিতে পারে—ইহার উপরও তিনি আলোকপাত করিলেন। এই সময় আরব জাহানের যে অবস্থা ছিল এবং যেভাবে তাহারা আহমদীয়াতের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল, উহাতো একটি লম্বা কাহিনী। উহার মধ্য হইতে আমি একটি উদ্ধৃতি পড়িয়া শুনাইতেছি, যাহার সাহায্যে না কেবল আরব জাহানের ধারণা জানা যাইবে, বরং ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি ইহার সম্বন্ধে কি প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি করিয়াছিল এবং ইহাকে কতখানি গুরুত্ব দিয়াছিল উহাও জানা যাইবে। "আল উসতাজ আলী আল খাইয়াত" নামে ইরাকের একজন সম্মানিত ও প্রসিদ্ধ কুটনীতিবিদ ছিলেন। "আল আমবা" নামে তাঁহার একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা খুব বিখ্যাত ও ন্যায়নিষ্ঠ পত্রিকা। তিনি ইহাতে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন। উহার একটি অংশ আমি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি:

"এই সকল অমুসলিম সরকারগুলি সদা সর্বদা চেষ্টা করে, যাহাতে মুসলমানদের দ্বারা বিভিন্ন শ্লোগান দেওয়াইয়া মুনাফেক সৃষ্টি করা যায় এবং আহমদীদের দোষান্বেষণ

করার জন্য ও তাহাদের সমালোচনা করার জন্য কোন কোন ফেরকা দাঁড় করানো যায়। ইহা আমি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি যে, প্রকৃতপক্ষে এই সকল কাজ ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি করাইতেছে। কেননা প্যালেষ্টাইনের বিগত যুদ্ধের সময় ১৯৪৮ সনে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি স্বয়ং আমাকে হাতিয়ার বানানোর চেষ্টা করিয়াছিল। আমি ঐ সময় একটি ব্যাঙাত্মক পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম এবং সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করাই ইহার লক্ষ্য ছিল। সুতরাং এই সময় বাগদাদে অবস্থানরত বিদেশী সরকারের একজন প্রতিনিধি আমাকে সাক্ষাৎ করার জন্য ডাকিলেন এবং আমার কিছু তোষামোদ করিয়া এবং আমার সমালোচনার ষ্টাইলের প্রশংসা করিয়া আমাকে বলিল যে, "আপনি আপনার পত্রিকায় কাদিয়ানী জামাতের বিরুদ্ধে খুব অধিক পীড়াদায়ক সমালোচনা জারী রাখুন। কেননা এই জামাত ধর্ম হইতে খারেজ হইয়া গিয়াছে। কি ভাবে একটি ঔপনিবেশিক শক্তি ইসলামের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হইয়া পড়িল যে, তাহারা কাহাকেও ডাকিয়া বলে যে তুমি সমালোচনা খুব জারী রাখ। কেননা ইহারা ইসলাম হইতে খারেজ হইয়া গিয়াছে এবং ধর্ম হইতে খারেজ হইয়া গিয়াছে ?"

ইহার পর প্রবন্ধের কিছু অংশ আমি বাদ দিতেছি। ইহা ঐ সময়ের ঘটনা যখন ১৯৪৮ সনে পবিত্র ভূমির (প্যালেষ্টাইনের) একটি অংশ কাটিয়া ইহুদী সরকারের নিকট সোপর্দ করা হইয়াছিল এবং ইসরাইলী রাজত্ব কায়েম হইয়াছিল। আমার ধারণা যে উল্লিখিত দূতাবাসের এই পদক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে ঐ দুইটি পুস্তিকা, যাহা প্যালেষ্টাইন বিভক্তি উপলক্ষে ঐ বৎসর আহমদীয়া জামাত প্রকাশ করিয়াছিল, ইহা উহাদের (প্রতিক্রিয়ামূলক) কার্যকরী উত্তর ছিল। একটি পুস্তিকার শিরোনাম ছিল "হাইয়াতুল উমুমিল মুত্তাহেদা ওয়া কারারু তাকছিমিল ফিলিস্তিন"। ইহাতে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির এবং ইহুদীদের ঐ ষড়যন্ত্র যাহাতে প্যালেষ্টাইনের বন্দরকে ইহুদীদের নিকট সোপর্দ করিয়া দেওয়ার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছিল, উহার তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছিল। অন্য পুস্তিকাটি "আল-কুফ্‌রু মিল্লাতুন ওয়াহেদা" শিরোনামে প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইহাতে ইসলামবিরোধী শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ ষড়যন্ত্র ঐ মুসলমানদিগকে পরিপূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ ও একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা হইয়াছিল। ইহা ঐ ঘটনা, যাহার সম্বন্ধে আমি এই সময় ব্যক্তিগত ভাবে অবগত ছিলাম। আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে যতক্ষণ পর্যন্ত আহমদীরা মুসলমানদের মধ্যে একতা সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টিত থাকিবে, যাহার দ্বারা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির দ্বারা সৃষ্ট ইসরাইলী সরকারকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি কোন কোন মানুষকে এবং কোন কোন ফেরকাকে এই কথা বুঝাইতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করিবে না যে, আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে এই ধরনের বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে থাক এবং সমালোচনা করিতে থাক যাহাতে মুসলমানেরা একতাবদ্ধ না হইতে পারে। ঐ দুইটি পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ার পর ঐগুলির এত আশ্চর্যজনক প্রভাব সৃষ্টি হইল যে, বড় বড় ঔপনিবেশিক শক্তি কাঁপিয়া উঠিল। দূতাবাসগুলি কেন্দ্রের নিকট হইতে নির্দেশ পাইতে লাগিল যে, টাকা ঢাল, পত্রিকাগুলির সংগে যোগাযোগ কর

এবং যেমন করিয়াই হোক আহমদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সূচনা কর।

ইহা বড়ই অবাক কাণ্ড যে চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেবের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা হয় যে তিনি প্যালেষ্টাইনের স্বার্থের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। ইহা একটি অদ্ভূত নির্লজ্জ ব্যাপার। সমস্ত আরব জাহান এই কথা জানিত না। কেবল মাত্র পাকিস্তানের মৌলানারা এই কথা জানিতে পারিল। যাহাদের উপর এই ঘটনা ঘটিতেছিল, যাহাদের উদ্দেশ্যে তিনি দিন রাত এক করিয়া দিতেছিলেন, নিজের জীবনপাত করিতেছিলেন এবং নিজের সমস্ত খোদা-প্রদত্ত শক্তিকে নিয়োগ করিতেছিলেন, সেই আরববাসীরা এই কথা জানিতে পারিল না। কিন্তু পাকিস্তানের আহরারীরা জানিতে পারিল, জামাতে ইসলামীরা জানিতে পারিল এবং পাকিস্তানের বর্তমান সরকার জানিতে পারিল যে প্রকৃত ঘটনা কি? আরববাসীরা কি জানিত, উহা তাহাদের মুখ হইতে শুনুন। আবদুল হামিদ আল্‌ ফাতেহ্‌ "আল-আরবী" নামক সাময়িকীর ৮৩তম সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে লেখেন যে, "তাহারা কেবল ঐ সময়ই ইহা জানিত না, বরং এই কথা আজও তাহাদের স্মরণে আছে এবং যখন আহমদীয়তের বিরুদ্ধাচরণ জোরে শোরে আরম্ভ হয় তখনও কোন কোন ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তি এই কথা স্বীকার করিতে বিরত হন না। তাহারা বলেন যে, জাফরুল্লাহ খানই ঐ ব্যক্তি যিনি প্যালেষ্টাইনীদের অধিকারের সংগ্রামে বীর পুরুষ প্রমাণিত হইয়াছেন। প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে আরবাসীদের অধিকারের সংগ্রামে তাঁহাকে খোদার তরফ হইতে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। ভাষণের শক্তিতে এবং রাজনীতি বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তিনি যোগ্যতার প্রতিটি সোপানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার কথার স্পন্দন প্রকৃত ইসলামী রুহের সংগে চলিত।

এই দিনগুলিতে যেমন প্যালেষ্টাইন সমস্যা তাজা ছিল এবং যখন চৌধুরী সাহেব ঐ মহান সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন যাহার একটি ঐতিহাসিক মর্য্যাদা রহিয়াছে, ঠিক এই সময় চৌধুরী সাহেবকে ইসলামী জাহান হইতে বহিষ্কার করার জন্য ও তাঁহার খেদমত হইতে ইসলামী জাহানকে বঞ্চিত করার জন্য আরো একটি খুবই জঘন্য প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্যালেষ্টাইনের মুফ্‌তীর মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছিল। বাদশা ফারুক যিনি উপনিবেশিক শক্তিগুলির এজেন্টরূপে নিয়োজিত ছিলেন এবং পরে যাহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং প্যালেষ্টাইনের মুফতীকে বলিলেন যে, জাফরুল্লাহ খানের বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের ফতুয়া জারী করিয়া দিন, যাহাতে ইসলামী জাহান (বাদশা ফারুকতো "ইসলামী জাহান" বলেন নাই, কিন্তু তাঁহার বলার অভিপ্রায় ইহাই ছিল) এই ব্যক্তির খেদমত হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে এবং আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধেও ফতুয়া জারী করিয়া দিন। সুতরাং যখন এই ফতুয়া প্রকাশিত হইল, যেহেতু খেদমতের স্মৃতি তখনও তাজা ছিল, যদিও এ যুগের অবসান হইয়াছিল, অতএব এ সময় জেনারেল আবদুল রহমান ইযাম পাশা যিনি আরব লীগের সেক্রেটারী ছিলেন তিনি যে সম্পাদক উক্ত ফতুয়া প্রকাশ করিয়া ছিলেন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন:

"আমি অবাক হইতেছি যে আপনি কাদিয়ানীদের সম্বন্ধে বা পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাফরুল্লাহ খান সাহেবের সম্বন্ধে মুফতীর রায়কে একটি প্রভাবশালী ফতুয়া মনে করেন। যদি এই নীতি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে মানবজাতির ধর্ম-বিশ্বাস, তাহাদের মান-সম্ভ্রম এবং তাঁহাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ কেবলমাত্র কতিপয় আলেমের ধ্যান-ধারণার ও মতামতের করুণার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িবে।" অতঃপর তিনি লেখেন, "আমরা উত্তমরূপে অবগত আছি, চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব নিজ কথায় ও কাজে একজন মুসলমান। বিশ্বের সকল অংশে ইসলামকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং ইসলামকে রক্ষা করার জন্য যে সকল অবস্থান গ্রহণ করা হইয়াছে, ঐ গুলিকে কৃতকার্যতার সহিত সমর্থন করার ক্ষেত্রে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। এই জন্য জনগণের হৃদয়ে তাঁহার সম্মান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্ব মুসলমানের হৃদয় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরপুর। পাকিস্তানে কি মুসলমান বাস করে না? তাহারা কি জানেনা যে কোন এক সময় মুসলিম জাহানের ঐ অংশ যেইখান হইতে ইসলামের আলো পরিস্ফুটিত হইত, সেইখান হইতে জোরে শোরে এই এলান করা হইত যে মুসলিম জাহান জাফরুল্লাহ খানের ঐ সকল সেবামূলক প্রচেষ্টা ও তাঁহার এহসানের জন্য কৃতজ্ঞ, যাহা তিনি ইসলামের গৌরবের জন্য ও মুসলিম জাহানের স্বার্থের খাতিরে করিয়াছেন?"

সেই একই মিসরীয় পত্রিকা ১৯৫২ সনের ২৬শে জুন সংখ্যায় লেখে যে :- "হে কাফের (?)! খোদা তোমার নামের ইজ্জতকে সুউচ্চ করুন। মুফ্‌তি জাফরুল্লাহকে কাফের এবং ধর্মহীন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। আস, আমরা সকলে মিলিয়া মোহাম্মদ জাফরুল্লাহকে সালাম জানাই। জাফরুল্লাহ খানকে যদি কাফের বলা হয়, তাহা হইলে এইরূপ বড় বড় বহু কাফেরের আমাদের প্রয়োজন রহিয়াছে।"

"আল জামান" নামক পত্রিকা ১৯৫২ সনের ২৫শে জুনে লেখে যে :—

"আমি এই ফতোয়ার দরুণ খুবই দুঃখ পাইয়াছি। কেননা চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাধারণ ভাবে ইসলাম ও আরব জাহানের জন্য এবং বিশেষভাবে মিসরের জন্য বহু খেদমত করিয়াছেন। ইসলামী জগত তাঁহার মহান খেদমতের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।"

"আল-ইয়াওম" পত্রিকা ১৯৫২ সনের ২৬শে জুলাই তারিখে লিখিয়াছে :—

"যে ব্যক্তি শক্তিমত্তা, ও বাগ্মিতা পূর্ণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ বর্ণনা দ্বারা ঔপনিবেশিক শক্তির মোকাবেলা করে এবং খোদাতায়ালাও যাহার কথায় ও কাজে সত্যের বিকাশ ঘটান, তাহাকেও যদি কাফের সাব্যস্ত করা যায় তাহা হইলে অধিকাংশ ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তিরা এই রূপ কাফের হওয়ার জন্য আকাংখা করিবে।"

"বৈরুত আল মাছা" পত্রিকা লিখিয়াছে "শেখে মখলুফ এবং জাফরুল্লাহ খানের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ রহিয়াছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি আমলবিহীন মুসলমান (অর্থাৎ মুফতী সাহেব আমলবিহীন মুসলমান)। যদি উল্লেখিত শেখ আমল করেন তাহা হইলে উহা বিভেদ সৃষ্টির জন্য করিয়া থাকেন। ইহার বিপরীত জাফরুল্লাহ এমন একজন মুসলমান যিনি উত্তম আমল করেন। আল্লাহতায়ালা কোরআন করীমের আয়াতে সর্বদা ঈমান এবং আমলে সালেহাকে এক সংগে উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব ঈমান এবং আমলে সালেহা থাকা সত্বেও কোন মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করা কত নির্বুদ্ধিতার কাজ।"

যাহা হউক, ঐ একটি সময় ছিল যখন মুসলিম জাহানের উপর একটি বিপদ নামিয়া আসিয়াছিল। সদা সর্বদা আহমদীয়া জামাতের ইহাই ঐতিহ্য যে ইসলাম বা মুসলিম জাহানের প্রতিটি বিপদের সময় আল্লাহতায়ালার ফজলে আহমদীয়া জামাত এবং আহমদীয়া জামাতের খলিফাগণ এই বিশেষ তৌফিক লাভ করিয়াছেন এবং এই অনন্য সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন যে, আহমদীয়া জামাতের খলিফাগণ ও তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্তী আহমদীয়া জামাত সকলের পূর্বে এবং সকলের অগ্রে এই সকল বিপদের প্রতি মনোযোগ দিয়াছে এবং তাহারা সকল প্রকার খেদমতের জন্য নিজেদিগকে পেশ করিয়াছে। ইহার জন্য আহমদীয়া জামাতকে চতুর্দিক হইতে শাস্তি প্রদান করা

হইয়াছে। কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি বা ইসলামের দুশমন শক্তিগুলি আহমদীয়া জামাতকে বিবেকের এই স্বাধীনতার জন্য শাস্তি প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর হয় নাই, বরং সর্বদা এই ব্যাপারে খোদ মুসলমানদিগকে ব্যবহার করা হইয়াছে। মুসলিম জাহানের এই বিপদ বাহির হইতেও উদ্ভব হইয়াছে এবং ভিতর হইতে ও উদ্ভব হইয়াছে। বাহির হইতে ইসলামের দুশমন শক্তিগুলি এই বিপদ ইসলামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভিতর হইতে ঐ সমস্ত এজেন্টকে ব্যবহার করিয়াছে যাহারা সর্বদা ব্যবহারকারীদের এজেন্ট হইয়াছে।

আজও এই জাতীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। আজও মুসলিম জাহানের বিপদ দেখা দিয়াছে। কিন্তু এইরূপ একটি ভয়াবহ এবং এইরূপ একটি ভয়ানক বিপদ ও এইরূপ একটি অত্যাচার-মূলক বিপদের উদ্ভব হইয়াছে যে, ইসলামের ইতিহাসে এইরূপ বিপদ কখনো ইসলামের জন্য পূর্বে দেখা দেয় নাই। আজ এই বিপদ প্রকৃতপক্ষে না রাশিয়ার তরফ হইতে আসিয়াছে, না আমেরিকার তরফ হইতে আসিয়াছে, না মূর্তিপূজারী শক্তিগুলির তরফ হইতে আসিয়াছে, না ইহুদী শক্তির নিকট হইতে আসিয়াছে, না প্রাচ্য হইতে আসিয়াছে এবং না প্রতীচ্য হইতে আসিয়াছে। আজ ইসলামের জন্য এই বিপদ এইরূপ একটি সরকারের নিকট হইতে আসিয়াছে যাহারা মুসলমান সরকার হওয়ার দাবীদার, যাহারা ইসলামের মান-মর্যাদার নামে দন্ডায়মান হইয়াছে এবং যাহারা ইসলাম ও উহার মর্যাদার দোহাই দিয়া মুসলমানদের উপর এবং পাকিস্তানের মুসলমানদের উপর প্রবল হইয়াছে। ইহা এইরূপ একটি বিপদ যাহার চাইতে অধিক বিপদ ইহার পূর্বে কখনো ইসলামী জগতের জন্য উদ্ভব হয় নাই।

কলেমা তৌহীদকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিভিন্ন সময় অমুসলমানেরা যে প্রচেষ্টা করিয়াছে তাহা আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই। সবচাইতে বেশী ভয়াবহ ও ভয়ংকর চেষ্টা স্বয়ং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে করা হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের তরফ হইতে এইরূপ প্রচেষ্টার ধারণার কথাও কেহ অবগত নহে। যাহারা নিজদিগকে ইসলামের অনুসারী বলিয়া মনে করে তাহারা নিজেদের পিচ্ছিল হস্তকে কলেমা নিশ্চিহ্ন করার জন্য ব্যবহার করিবে, এই কথা কোন মুসলমানের সুদূর কল্পনা ও ধ্যান ধারণাতেও আসেনা। কিন্তু এই ঘৃণ্য কাজটিই আজ পাকিস্তানের একনায়ক সরকার চাপাইয়া দিয়াছে এবং একটি নূতন ইতিহাস, একটি ভয়ানক এবং লোমহর্ষক ও রক্তাক্ত ইতিহাস আজ পাকিস্তানে রচিত হইতেছে। পাকিস্তানে কলেমা ও ইসলামের হেফাজতে এবং ইসলামের খেদমতের এই ধারণা দেওয়া হইতেছে যে, ইসলামের ভিত্তির উপর হামলা কর এবং কলেমা তৌহিদের উপর হামলা কর, কলেমা রেসালতের উপর হামলা কর। যদি তাহারা (আহমদীরা) কলেমা তৌহীদ ও কলেমা রেসালতকে সম্মান করা হইতে বিরত না হয়, যদি তাহারা কলেমাকে অস্বীকার করিতে রাজী না হয় এবং যদি তাহারা তওবা করিয়া কলেমাকে পরিত্যাগ না করে, তাহাহইলে তাহাদিগকে কঠিন হইতে কঠিনতর শাস্তি প্রদান কর। ইসলামের বিরুদ্ধে আজ ইহাই সবচাইতে মারাত্মক হামলা। এই হামলা এমন একটি দেশ, যাহারা নিজদিগকে ইসলামী দেশ বলে, তাহাদের দ্বারা সূচনা করা হইয়াছে এবং ইহা সমস্ত পরিমন্ডলকে বিষাক্ত করিয়া দিয়াছে ও পিচ্ছিল করিয়া তুলিয়াছে। কিভাবে তাহারা ইসলামের খেদমত করিতেছে, উহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের নিকট পেশ করিতেছি।

একজন আহমদী নওজোয়ানকে কলেমা লেখার অপরাধে পাকড়াও করা হইয়াছিল। সে নিজ হাতে তাহার কাহিনী লিখিতেছে যে, তাহার উপর কি ঘটিয়াছে এবং কিভাবে পাকিস্তানের একনায়ক সরকারের কর্মচারী ইসলামের খেদমত করিয়াছে। সে লিখিয়াছে যে, "যখন আমাকে পাকড়াও করা হইল তখন পুলিশের একজন সিপাহী আমাকে ঘুষি মারিতে শুরু করিল। পুলিশের আরো একজন সিপাহী আসিল। অতঃপর উভয়ে মিলিয়া প্রথমে আমাকে ঘুষি ও থাপ্পর মারিয়া খেদমতের দায়িত্ব পালন করিল। সম্মুখেই একটি বাড়ী ছিল। উহাতে ছিল পুলিশের ফাঁড়ি। তথায় ছিল একটি কাঠের বাক্স। ঐ বাক্সের মধ্যে আমাকে শোয়াইয়া মারা হইল। এই সময় আমি কলেমা তৈয়বা পড়িতেছিলাম। তথা হইতে আমাকে টাংগায় বসাইয়া বাগবানপুরা থানায়

লইয়া যাওয়া হইল। পথেও তাহারা আমাকে থাপ্পর ও ঘুষি মারিতে থাকিল। আমি "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাও' ওয়াসাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" (অর্থ—হে আমাদের রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্যদান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসীদলের মোকাবেলায় সাহায্য ও সফলতাদান কর—অনুবাদক) পড়িতে লাগিলাম। অতঃপর বাগবানপুরায় পেঁছার পর একজন বলিতে লাগিল, ইহাকে শোয়াও এবং দুই চার ঘা লাগাও। আমাকে শুইতে বলা হইল। কিন্তু আমি শুইলামনা। ইহাতে তাহাদের তিনজনের মধ্যে একজন আমার চুল ধরিল, দ্বিতীয়জন আমার বাহুকে মোচড়াইয়া ধরিল এবং তৃতীয়-জন আমার পা ধরিয়া টান দিল। এইভাবে আমাকে ফেলিয়া দিল। একজনের হাতে চাবুক ছিল। এই চাবুক দ্বারা সে আমাকে সাত আটটি আঘাত করিল। প্রত্যেকটি আঘাতের সময় আমি কলেমা তৈয়ব উচ্চকণ্ঠে পড়িতেছিলাম। তখন তাহারা বলিল যে, আমিতো কাফেরদের দলের লোক। এই কথা বলিয়া তাহারা আমাকে আরো আঘাত করিল ও বলিল, হে কাফের! তুমি কলেমা পড়িতেছ? এই বলিয়া আরো আঘাত করিতে লাগিল। তারপর বলিল, দাঁড়াও, তোমার কলেমা বাহির করিতেছি। তুমি একজন ভারী কলেমা পড়নেওয়ালা। ইহার পর যখন তাহাদের ইসলামের খেদমতের আকাংখা বা আক্ষেপ তখনও সম্পূর্ণরূপে মিটিল না, তখন একজন পুলিশের খেয়াল হইল যে ইসলামের খেদমততো ইহার চাইতেও আরো বেশী হওয়া উচিত। অতএব সে বলিল যে, ইহার সেলওয়ার খুলিয়া ফেল। অতঃপর আমার সেলওয়ার খোলার জন্য জেহাদ শুরু হইয়া গেল। পাঁচ সাত জন সিপাহী মিলিয়া আমার সেলওয়ার খোলার ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইল। অতঃপর আমাকে উল্টা করিয়া শোয়াইয়া আমার নগ্ন পিঠে আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু খোদা আমাকে কেবলমাত্র উচ্চকণ্ঠে কলেমা তৈয়বা পড়ার সৌভাগ্য দান করেন। আলহামদু লিল্লাহে আলা যালেক। আঘাতের পর আমাকে থানার ইন্সপেক্টারের নিকট পেশ করা হইল। তাহার আদেশে আমার পায়ে শিকল পড়াইয়া দেওয়া হইল। আমি বসিয়া নামাজ আদায় করিলাম। এশার নামাজের পর কয়েকজন সিপাহী একত্রে আসিল এবং আমাকে বলিল, তোমাদের মির্যা কথা বল। কোথায় তাহার জন্ম হইয়াছে এবং কোথায় সে মরিয়াছে। তাহারা আমার মা, বাপ, বোন সকলকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিল। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে জঘন্য ভাষায় বকাবকি করিল। আমি ইসতেগ-ফার পড়িতে লাগিলাম। তাহারা প্রায় আধ ঘন্টা যাবত গালাগালি করিল। সকাল বেলার আঘাতের ব্যাপারে ইহাও বলিতে হয় যে, পিঠ ছাড়াও তাহারা আমার মাথায় ও কাঁধে ঐ চাবুক দ্বারা না জানি কত আঘাত করিয়াছে।"

পাকিস্তানে ইহাই হইল কলেমা তৈয়বার খেদমত ও ইসলামের খেদমতের ধারণা! আরবের ঐ উত্তপ্ত মরুভূমির কথা কি আপনাদের স্মরণ হইতেছে না, যেখানে সৈয়্যদনা বেলাল হাবশীকে এই একই অপরাধে পিষিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যেখানে কলেমা পাঠ-কারীদের বুকের উপর জ্বলন্ত কয়লা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং জমীনের উপর তাহাদের পিঠের নীচেও জ্বলন্ত কয়লা বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং এই জ্বলন্ত কয়লার ফলে তাহাদের চামড়া যে ফোস্কা তৈয়ার হইত উহার পানি দ্বারা জ্বলন্ত কয়লাকে নিভানো হইত। কলেমাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আরবের বুকে যে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটিয়াছিল, উহার চাইতেও অধিক বেদনাদায়ক ঘটনা আজ পাকিস্তানে ঘটিতেছে। কিন্তু একটি ইসলামী দেশের সরকারী কর্মচারীদের তরফ হইতে এই ঘটনা ঘটানো হইতেছে। ইহাই হইল ভীতিপ্রদ জুলুম যে, আজ পৃথিবীতে শয়তানের চাইতে কেহ অধিক খুশী হইবে না। কেননা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যাহারা নিজদিগকে আরোপ করে তাঁহার এইরূপ গোলামদের দ্বারা আজ শয়তান ঐ কাজ করাইতেছে, যাহা তাঁহার প্রথম দিকের দুশমনেরা কোন যুগে করিয়া থাকিত।

যখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমরা কি করিতেছ? তোমাদের মধ্যে কি কোন জ্ঞান-গরিমা আর অবশিষ্ট নাই? তখন তাহারা বড় বড় দলিল দিতে থাকে। এই সকল দলিলের মধ্যে একটি দলিল এই যে, তোমরাতো নাপাক লোক। তোমরা যদি কলেমা পড় বা ইহাকে বক্ষে ধারণ কর, তাহা হইলে কলেমার অবমাননা হইবে। আমরা এই অবমাননা সহ্য করিতে পারি না। ইহারা অদ্ভুত জাহেল লোক! এই কলেমাতো নাপাক লোকদিগকে পাক করিতে আসিয়াছে। ইহাতো এই জন্য নাযেল হইয়াছে যাহাতে প্রত্যেক পাপী ব্যক্তি পবিত্র হইয়া যায়। আমরা যদি নাপাক হইয়া থাকি, তবেতো তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে, এই নাপাকদিগকে কলেমা তৈয়বা পাক-পবিত্র করিয়া দিয়াছে। ইহা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কলেমা। ইহা এক ও অদ্বিতীয় খোদার কলেমা। ইহাতো এইরূপ একজন পবিত্র ব্যক্তির কলেমা, যাহার চাইতে অধিক কোন পবিত্র ব্যক্তি জন্মগ্রহন করেন নাই। এই কলেমাতো বহু শতাব্দীর নাপাক ও অপবিত্র লোকদিগকেও পাক-পবিত্র করিয়া দিয়াছে। ইহা কোন মোল্লার কলেমা নয় যে পবিত্রগণকে অপবিত্র করিয়া দিবে। ইহা কোন যুগ-একনায়কের কলেমা নয়, যাহা পুণ্যাত্মাদিগকেও পাপী বানাইয়া দেয়।

অতএব, তোমাদের কথা অনুযায়ী যদি আহমদীয়া জামাত নাপাক হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই নাপাক জামাতের জন্য একমাত্র এই কলেমারই প্রয়োজন অর্থাৎ মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের কলেমা এবং এক ও অদ্বিতীয় খোদার কলেমা। অন্য কোন কলেমার মুখে আমরা থুথুও ফেলি না। এতদ্ব্যতীত, তাহাদের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, আমাদের হৃদয়ে প্রকৃতপক্ষে এই কলেমা নাই। মুখে আমরা একটা কিছু বলি এবং হৃদয় হইতে আমরা অন্য কিছু বলি। মুখে আমরা মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কলেমা পড়ি। কিন্তু গোপনে আমরা আহমাদুর রসুলুল্লাহ বলি অর্থাৎ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর কলেমা পড়ি। ইহা এক অদ্ভুত জাহেলী ব্যাপার। ইহার চাইতেও অধিক আশ্চর্যাজনক ব্যাপার এই যে আমাদের নিকট হইতে কলেমা ছিনাইয়া নিতে নিতে তাহারা একটি ঘৃণ্য কাজতো করিল, তদুপরি তাহারা খোদা হওয়ার দাবীও করিয়া বসিল। তাহারা আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চাইতেও শ্রেয়: হওয়ার দাবী করিয়াছে।

হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনে এইরূপ একটি ঘটনাও দেখা যাইবে না যে কলেমা পাঠকারীদের সম্বন্ধে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ এবং তুমি হৃদয় হইতে কিছু বলিতেছ ও বাহিরে অন্য কিছু বলিতেছ। যে সকল লোক সম্বন্ধে খোদা খবর দিয়া দিয়াছেন ولما يدخل الايمان في قلوبكم ! যে, তাহাদের হৃদয়কে ঈমান স্পর্শই করে নাই এবং তাহাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করে নাই, তাহাদেরকে এবং তাহাদের একজনকেও আঁ-হযরত

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই কথা বলেন নাই যে তোমাদের মুখের কলেমা একটি এবং হৃদয়ের কলেমা অন্যটি। বরং এমন এমন ঘটনা রহিয়াছে, যেগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিলেও মানুষ অবাক হইয়া যায় যে, কত মহান, কত ঐশ্বর্য্যশালী ও কত পবিত্র ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

কোন এক সময়ে কোন একটি মোকাবেলায় একজন মুসলমান, একজন মোশরেক বরং একজন অমুসলমানকে হত্যা করিল। এই মোশরেক ডাকাতি করিত এবং বার বার হামলা করিত। উক্ত মোকাবেলায় উসামা বিন জায়েদ (রাঃ) মুশরেকটিকে পাকড়াও করিল এবং যখন সে তাহাকে মারিতে লাগিল তখন সে কলেমা পড়িয়া দিল। এতদসত্বেও তিনি তাহাকে হত্যা করিলেন। মোসলেম কেতাবুল ঈমানের হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি (উসামা বিন জায়েদ) নিজেই বলিয়াছেন যে, যখন আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আরজ করিলাম যে এই ঘটনা ঘটিয়াছে, তখন তিনি বলিলেন যে, "সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কহিল। তারপরও তুমি তাহাকে হত্যা করিলে?" আমি আরজ করিলাম যে, সেতো অস্ত্রের ভয়ে এইরূপ করিয়াছে। তিনি বলিলেন, "তুমি কি তাহার হৃদয় চিরিয়া দেখিয়াছিলে এবং বুঝিতে পারিয়াছিলে যে সে কি বলিয়াছিল এবং কি বলে নাই?" আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক নাগাড়ে এই কথা বলিতে থাকিলেন যে, "তুমি কি তাঁহার হৃদয় চিরিয়া দেখিয়াছিলে" তুমি কি তাহার হৃদয় চিরিয়া দেখিয়াছিলে? তুমি কি তাহার হৃদয় চিরিয়া দেখিয়াছিলে?"

অন্য রেওয়াতে কথাগুলি এইরূপ : "কেন তুমি তাহার হৃদয় চিরিয়া দেখ নাই? কেন তুমি তাহার হৃদয় চিরিয়া দেখ নাই যে প্রকৃতপক্ষে তাহার হৃদয়ে কলেমা ছিল কি ছিল না? নাতো মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই কথার দাবীদার ছিলেন যে, হৃদয়ে উঁকি দিয়া কলেমার কথা জানা যায় যে হৃদয়ে এই কলেমা আছে কি নাই। নাতো তিনি তাঁহার গোলামদিগকে এই কথার অনুমতি দান করিয়াছেন। কিন্তু আজিকার মোল্লারা এই দাবী করিয়া বসিয়াছে যে, তাহারা আলেমুল গায়েব ওয়াশ্‌শাহাদাও বটে এবং তাহারা খোদাতায়ালার নবী ও তাঁহার সাহাবাগণের চাইতে উচ্চতর মর্য্যাদা রাখে এবং মানুষের হৃদয়ের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত। কোন মুসলমানের আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগ্রত হইতেছে না যে, এই সকল কি ধরনের কাণ্ড হইতেছে।

এই হাদিসের আরও একটি রেওয়ায়েত রহিয়াছে এবং ইহার শব্দগুলি কিছুটা ভিন্ন। ইহা মুসলিম শরীফের হাদিস এবং ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন হযরত উসামা বিন জায়েদ এই আরজ করিলেন যে, হে রসুলুল্লাহ! সেতো তলোয়ারের ভয়ে কলেমা পড়িয়াছিল, তখন তিনি বলিলেন, "সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িল এবং এর পরেও তুমি তাহাকে হত্যা করিলে?" তারপর তিনি বলিলেন যে, "কেয়ামতের দিন যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন তুমি কি জওয়াব দিবে? কেয়ামতের দিন যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উপস্থিত

হইয়া তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দান করিবে, তখন তুমি কি জওয়াব দিবে?" উসমা বিন জায়েদ আরজ করিলেন, হে রসুলুল্লাহ! আমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করুন। তখনও রসুলুল্লাহ বলিলেন যে, কেয়ামতের দিন যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তুমি কি করিবে? উসমা বলেন যে তিনি ইহা ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না যে, কেয়ামতের দিন যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন তুমি কি করিবে?

এই অবস্থাই পাকিস্তানে বিরাজ করিতেছে। আমি যেমন কিনা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইসলামের নামধারী একটি একনায়ক সরকার ইসলামের ভিত্তির উপর অত্যন্ত বিপদজনক হামলা করিতেছে এবং সমগ্র ইসলামী জগত আলস্যের স্বপ্নে শুইয়া রহিয়াছে। ঐ যুগ, যাহার সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি যে যখন প্যালেষ্টাইনের জন্য বিপদ ছিল এবং প্যালেষ্টাইনের দরুন মক্কা ও মদীনার জন্যও বিপদ আসন্ন ছিল, তখন হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বড় তেজদীপ্ত ভাষায় ইসলামী জাহানকে জাগ্রত করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, প্রশ্ন প্যালেষ্টাইনের নয়। প্রশ্ন মদীনার নয়। প্রশ্ন জেরুজালেমের নয়। প্রশ্ন পবিত্র মক্কা ভূমির প্রশ্ন, জায়েদ ও বকরের নয়। প্রশ্ন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইজ্জতের। নিজেদের মধ্যে বিরোধ থাকা সত্বেও দুশমনেরা ইসলামের মোকাবেলায় একতাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা কি হাজারো ঐক্যের অজুহাতে এই সময় একতাবদ্ধ হইবে না?

কিন্তু আজ যখন কলেমার উপর এই নাপাক হামলা করা হইয়াছে, তখন আমি ইসলামী জাহানকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, আজ প্যালেষ্টাইনের প্রশ্ন নয়, আজ জেরুজালেমের প্রশ্ন নয় এবং আজ মক্কা মদীনার প্রশ্ন নয়। আজ এক ও অদ্বিতীয় খোদার ইজ্জত ও জালালের প্রশ্ন. যাঁহার নামে এই মাটির শহরগুলি মহিমা লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার মহিমান্বিত নামে এই ইট-পাথরের ঘরগুলি পবিত্রতার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। আজ তাঁহার একক সত্বার উপর হামলা করা হইতেছে। আজ মক্কা ও মদীনার প্রশ্ন নয়। আজতো আমাদের আকা ও মওলা, মক্কা মদীনার বাদশাহ্‌র ইজ্জত ও সম্ভ্রমের প্রশ্ন। আজ প্রশ্ন হইল, মুসলমানদের বক্ষে কি কোন মান-ইজ্জত আর অবশিষ্ট নাই? তাহাদের হৃদয়ে কি আঘাত লাগিবে না? ইহা দেখিয়া কি তাহাদের গয়রতে কম্পন সৃষ্টি হয় না যে আজ কলেমাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মুসলমানদের হাত উঠিতেছে এবং যখন এই কাজের জন্য মুসলমান পাওয়া যায় না তখন পাকিস্তানের একনায়ক সরকার ইসলামের দুশমন খ্রীষ্টানদিগকে এই কাজের জন্য ব্যবহার করিয়াছে? যখন কোন স্বজ্ঞান ব্যক্তিকে পাওয়া যায় না, তখন কোন অপরাধীকে ধরিয়া আনা হয় বা জেলখানা হইতে আসামীকে ডাকিয়া আনা হয় এবং তাহাদের দ্বারা পবিত্র কলেমা তৈয়ব মুছিয়া ফেলা হয়, যাহার মধ্যে এই অংগীকার রহিয়াছে যে আল্লাহ ছাড়া আর কেহ উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রসুল!

অতএব, যে নাপাক তাহরিক (আন্দোলন) আজ প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের পেট হইতে জন্ম নিতেছে, ইহার জন্য সে এই পৃথিবীতেও জিম্মাদার থাকিবে এবং কেয়ামতের দিন ও জিম্মাদার থাকিবে। না কোন দুনিয়ার শক্তি তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে এবং না কোন ধর্মের শক্তি তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে। কেননা আজ সে খোদার ইজ্জত ও জালালের উপর হামলা করিয়াছে। আজ সে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র নামের সম্ভ্রমের উপর হামলা করিয়া বসিয়াছে। প্রশ্ন এই যে, আহমদীয়া প্রস্তুত রহিয়াছে। তাহারা কলেমা তৈয়াবার হেফাজতের জন্য তাহাদের নিজেদের সব কিছু কোরবান করার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে এবং ইহা হইতে তাহারা এক ইঞ্চিও পিছনে হটিবে না। কিন্তু হে মুসলিম জাহান! তোমরা কেন এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বসিয়াছ? তোমাদের মধ্যে কি ইসলামের জন্য কোন গয়রত (আত্মাভিমান) নাই? তোমাদের মধ্যে কি ইসলামের জন্য কোন সহানুভূতি নাই? তোমাদের মধ্যে কি কলেমা তৌহীদের জন্য কোন ভালবাসা অবশিষ্ট নাই? অতএব আমি তোমাদিগকে এই ওয়াহেদের দিকে আহ্বান জানাইতেছি, যাহা সম্বন্ধে সমগ্র ইসলাম জগৎ অভিন্ন মত পোষণ করে। ইহাই ঐ বস্তু যাহা ইসলামী জগতের প্রাণ এবং যাহার সম্বন্ধে কোন মতবিরোধ নাই এবং সন্দেহ নাই। শিয়াগণ কলেমা তৌহীদের সংগে ঐভাবেই সম্পর্কযুক্ত যেভাবে সুন্নীগণ সম্পর্কযুক্ত। আহমদীগণ কলেমা তৌহীদের সংগে ঐভাবে সম্পর্কযুক্ত যেভাবে ওহাবীগণ ও অন্যান্য ফেরকার লোকগণ সম্পর্কযুক্ত। ইহা ইসলামের আত্মা। এই আত্মার উপর আজ হামলা করা হইতেছে।

অতএব আমি তোমাদিগকে আহ্বান জানাইতেছি এবং হেরা গুহার নামে আহ্বান জানাইতেছি, যেইখান হইতে তৌহিদে হক্ বাহির হইত এবং যাহা সমগ্র বিশ্ব জাহানকে প্রকম্পিত করিয়া দিয়াছিল। আমি তোমাদিগকে সৈয়্যদনা বেলাল হাবাশীর নামে আহবান জানাইতেছি যে, তোমরাও এই গোলামের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর, যে এই কলেমার হেফাজতের জন্য নিজের সমস্ত আরাম বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল এবং এইরূপ দুঃখ বরণ করিয়াছিল, যাহার ধারনা করিলেও আজ মানুষের লোম দাঁড়াইয়া যায়। যদি তোমরা আস এবং নেক কাজে আহমদীদের সহিত মিলিত হও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে শুভ সংবাদ দিতেছি যে তোমরা চিরকাল জিন্দা থাকিবে এবং দুনিয়ার কোন শক্তি তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না এবং তোমরা পৃথিবীতেও পুরস্কার লাভ করিবে এবং আকাশেও পুরস্কার লাভ করিবে এবং খোদাতায়ালার রহমত ও বরকত সর্বদা তোমাদের বাসস্থান সমূহের উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে। যদি তোমরা এই আওয়াজে লাব্বায়েক না বল, তাহা হইলে তোমাদের চাইতে অধিক বঞ্চিত এই পৃথিবীতে আর কেহ নাই। মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নিজদিগকে আরোপ করার পর যখন দেখ যে তাঁহার নামের উপর হামলা করা হইয়াছে এবং খোদার একত্বের উপর হামলা করা হইয়াছে, তখন যদি তোমরা আরামে বসিয়া থাক এবং তোমাদের রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততা এবং রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য তোমরা এক বিন্দুও ইহার পরোয়া না কর, তাহা হইলে এই আকাশ ও এই জমীন তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করিবে না, বরং চিরকাল তোমাদের নাম অভিসম্পাতের সহিত স্মরণ করা হইবে।

(ক্যাসেটে রেকর্ডকৃত উর্দু-খোৎবার অনুলিপির অনুবাদ)

অনুবাদ : জনাব **নজির আহমদ ভুঁইয়া**

ভুল সংশোধনী : অত্র খোৎবার ১২ পৃষ্ঠায় ১১ লাইনে 'আল-ফাতেহ'র স্থলে 'আল-কাতেব' হইবে।

সংবাদঃ

দৈনিক "জং" (লণ্ডন) ঃ
৯ই এপ্রিল '৮৫ ইং

ইংল্যাণ্ড জামাত আহমদীয়ার ২০তম বার্ষিক সম্মেলনে জামাতের বিশ্বনেতা (খলিফা)-এর ভাষণ

লণ্ডন ('জং' প্রতিনিধি)—আহমদীয়া জামাতের বিশ্বনেতা (হযরত) মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) বলেছেন যে, আহমদীয়া জামাত নিঃশেষ হতে পারে না। তিনি বিগত রাতে এখান থেকে ৪০ মাইল দূরবর্তী টিলফোর্ডে বরাদ্ধকৃত ২৫ একর ভূ-খণ্ডে সদ্য স্থাপিত হেডকোয়ার্টার্স 'ইসলামাবাদে' অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড জামাত আহমদীয়ার ২০তম বার্ষিক জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে নওয়াবশাহ্‌র (সিন্ধু-পাকিস্তান) জামাতের আমীরকে হত্যা করার সাম্প্রতিক ঘটনায় গভীর দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই তিন দিন স্থায়ী সম্মেলনে ইংল্যাণ্ড ব্যতীত ৪৮টি দেশ থেকে জামাতের সদস্যরা যোগদান করেছিলেন। একটি অনুমান অনুযায়ী সম্মেলনে যোগদানকারী পুরুষ ও মহিলাদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাত হাজার। ইতিপূর্বে ইংল্যাণ্ডে এর চেয়ে বড় সম্মেলন হয় নাই। সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান থেকে শত শত মহিলা ও পুরুষ এসেছিলেন। (হযরত) মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর ভাষ্যানুযায়ী পাকিস্তান থেকে আগত লোকদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন গরীব লোকও সামিল রয়েছেন, যাঁরা পাকিস্তানে কষ্টে-সিষ্টে দু'বেলার খাওয়া জুটিয়ে থাকেন।

মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) বলেন, জানিনা ; সিন্ধুকে কেন উক্ত উদ্দেশ্যে বেছে নেওয়া হয়েছে অথচ সিন্ধে আমাদের জামাতের লোক সংখ্যা খুব কম। জামাতের উপর পরিচালিত জুলুম নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। সম্ভবতঃ সিন্ধুকে এজন্যই বেছে নেয়া হয়েছে যে, পাঞ্জাবে জামাতে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। যদিও কতিপয় এরূপ সংবাদও আছে যেগুলিতে প্রকাশ যে, কোন কোন রাজনৈতিক দল ইহাতে লিপ্ত রয়েছে। আর হয়তো বা সেখানে পাঞ্জাবীরা এই ভূমিকা পালন করে চলেছে। কিন্তু ঘটনা ও পরিস্থিতি যাই হোক উহা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি বলেন :

"শেষাবধি জামাতের কতজন লোককে কতল করা হবে ? জামাতের লোক নিঃশেষিত হবার নয়।"

মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) তাঁর প্রায় ৫ ঘণ্টা স্থায়ী বিরামহীন ভাষণটিতে জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে পাকিস্তানে প্রকাশিত 'শ্বেত-পত্রে' আরোপিত অপবাদ সমূহ তন্ন তন্ন করে, পবিত্র, কুরআন, হাদীস, ইসলামের শীর্ষস্থানীয় প্রাধিকার সম্পন্ন মনীষীদের (ইমামগণের) এবং বিভিন্ন ইসলামী ভাব-ধারণার সহিত জড়িত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আলেম ও চিন্তাবিদগণের উদ্ধৃতিসমূহের মূলে তাঁর (ও আহমদীয়া জামাতের) আকায়েদ ও বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপন্ন

করে বলেন :—"তিনি এবং জামাত আহমদীয়া 'কলেমা তৈয়েবা' এবং 'খাতামাননবীয়িন'-এর উপর পূর্ণ ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তিনি তাঁর নিজের এবং তাঁর জামাতের পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদেরকে চ্যালেঞ্জ করেন যে—যদি তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে পুণরায় জীবিত (সাব্যস্ত) করে দেখাতে পারে তা'হলে তিনি এবং তাঁর জামাতের সকল সদস্য সর্বপ্রথম তাদের নিকট বয়েত (দীক্ষা গ্রহণ) করে নিবেন এবং নিজেদের সকল আকায়েদ পরিত্যাগ করবেন।

তিনি বলেন যে, প্রথমতঃ এরূপ হতে পারে না (যে তারা কস্মিনকালেও হযরত ঈসা স্বশরীরে আকাশে জীবিত আছেন বলে সপ্রমাণ করে দেখায়)। কেননা হযরত ঈসা (আঃ) এখন আর আসতে পারেন না, এবং আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধবাদীদের ক্ষেত্রে স্বল্পক্ষণের জন্য যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) পুনরায় জীবিত হয়ে এসে পড়েন, তা'হলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধবাদীরা তাঁরও বিরুদ্ধাচরণ করবে। কেননা বিরুদ্ধাচরণ করা তাদের মজ্জাগত চিরস্বভাব।

(হযরত) মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) বলেন, যদি এ অঞ্চলে (পাকিস্তান) জুলুম অত্যাচার অব্যাহত থাকে, তা'হলে হ'তে পারে যে সেখানে সেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে যেরূপ আফগানিস্তানে ঘটেছে। তাঁর ভাষণ দানকালে এবং উহার পূর্বে যে সকল না'রা ধ্বনি উত্থাপিত হয় সেগুলোর মধ্যে ছিল "না'রায়ে তকবীর আল্লাহু আকবার", "ইসলাম জিন্দাবাদ" "মির্যা গোলাম আহমদের জয়।" ভাষণের শেষ দিকে কিছুক্ষণের জন্য বিজলী (কারেন্ট) বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। সেই সময়টাতে যখন না'রা উচ্চারিত হচ্ছিল তখন (হযরত) মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) উপস্থিতবৃন্দকে সম্বোধন করে বলেন যে, তাঁরা যেন "খাতামাননবীয়িন"-এর না'রা উত্থাপন করেন, সুতরাং অত্যন্ত তেজ ও জোশের সহিত 'খাতামান-নবীয়িন'-এর না'রা উত্থাপন করা হয়।

এ সম্মেলনটি হকি গ্রাউণ্ডের অর্ধাংশ পরিমাণ জায়গায় খোলা মাঠে শামিয়ানার নীচে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মহিলাদের জন্য পৃথকভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ের মুখেও সমাপ্তি অবধি জলসা সম্পূর্ণ সুশৃংখলরূপে ও ভরপুর আকারে জারী থাকে। বিদেশীদের জন্য ইংরাজী, আরবী ও ইণ্ডোনেশী ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে তরজমা করে রিলে করা হচ্ছিল। প্রয়োজন অনুসারে শ্রোতাগণ হেডফোনের মাধ্যমে শ্রবণ করছিলেন। নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থাদি ছিল। পুলিশ ব্যতীত আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণরূপে জামাতের সদস্যদের হাতে ন্যাস্ত ছিল (হযরত) মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর পশ্চাতে তিনজন প্রহরী সর্বদা দণ্ডায়মান থাকে। এ ছাড়া ষ্টেজের আশেপাশে প্রহরীরা মওজুদ ছিল। প্রবেশের সময় কঠোরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতো।

এ নুতন সেন্টারটিতে সহস্রাধিক মেহমান অবস্থানরত ছিলেন। সেই সঙ্গে জলসার সমগ্র যোগদানকারীদের খাওয়া-দাওয়ার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা সেখানে ছিল। বিদেশী মেহমানদের মধ্যে বিশ্ব-

ব্যাংকের মিঃ এম, এম, আহমদও শামিল ছিলেন। শামিয়ানার এক প্রান্তে নিম্নরূপ পংক্তি দু'টি লিপিবদ্ধ ছিল :

মোহাম্মদের 'পরে আমাদের প্রাণ উৎসর্গিত।
তিনি যে প্রেমাস্পদের পথ নির্দেশনাকারী ।।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর (সুবিখ্যাত আহমদী কবি ও সাপ্তাহিক 'লাহোর' পত্রিকার সম্পাদক) সাকেব জিরভী স্বরচিত কবিতা শুনান। (হযরত) মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) 'শ্বেতপত্র'টিকে 'নিজের প্রকৃত স্বরূপ নিজে প্রকাশকারী' বলে আখ্যাত করে বলেন যে, ইহাতে ভরপুর মিথ্যা ও সুকৌশল প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, ইহাতে বলা হয়েছে যে, জামাত আহমদীয়া 'খাতামান-নবীয়িনে' বিশ্বাসী নয় এবং তারা 'আয়াত খাতামান-নবীয়িনে'র অস্বীকারকারী এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান রাখে না—ইহা একটি চরম মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন অপবাদ বই আর কিছুই নয়।

তিনি বলেন যে জামাতের প্রতিষ্ঠাতার যাবতীয় লেখা (গদ্য ও পদ্য) থেকে ইহা সুস্পষ্ট ও চূড়ান্তরূপে প্রতিভাত যে, তিনি হৃদয়ের পূর্ণ গভীরতা ও তত্ত্ব ও তথ্যগত সামগ্রিকতার সহিত আঁ-হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 'খাতামান-নবীয়িন' হিসাবে বিশ্বাস করতেন এবং ইহাতে তিনি নজিরবিহীন ঈমান রাখতেন। তিনি বলেন : "এ বিষয়টির উপর যতখানি আমাদের ঈমান রয়েছে উহার লাখতম অংশও আপত্তিকারীদের নেই।"

মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) বলেন যে পাকিস্তানের বর্তমান সরকারের অনুগ্রহরাজী মৌদুদীয়তের (জামাতে ইসলামী) উপর খুব বেশী।

(হযরত) মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) বলেন যে, 'খতমে-নবুওয়াত'-এর আকীদা, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঈমানের যে সকল বোনিয়াদী রোকন (মৌলিক স্তম্ভসমূহ) ব্যক্ত করে গেছেন সেগুলির অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি বলেন যে "খাতামিয়াত" নিজ সত্তায় সার্বিক কল্যাণ আহরণ ও বেষ্টন করাতেই সীমিত নয় বরং ইহার দ্বারা সেই কল্যাণের প্রবহমানতাকে তেমনই শানের সহিত জারীও রাখা হয়। (মৌলিক ও যথার্থ অর্থে "খাতামিয়াত" ইহাই বুঝায়)। তিনি বলেন, আমি ইহাতে একমত যে. আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যদি দুয়ার বন্ধ করে দিচ্ছেন, তাহ'লে সেই দুয়ার কেউ খোলে—এই অধিকার কারো নেই। কিন্তু তিনি যদি দুয়ার খোলা রেখে থাকেন তা'হলে আবার সেই দুয়ার বন্ধ করে দেয়—এমনটি করার কারো সাধ্য নেই। তিনি সাহী মুসলিমে বর্ণিত হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে (শেষ যুগে এই উম্মতে) আগমনকারী মসীহকে 'নবীউল্লাহ' (আল্লাহর নবী) বলে আখ্যাত করা হয়েছে এবং সে একই হাদীসে চারবার তাঁকে 'আল্লাহর নবী' বলা হয়েছে। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় এই দুয়ারটিকে কিরূপে বন্ধ করা যাবে ?!

[দৈনিক 'জং' (লণ্ডন), ৯ই এপ্রিল '৮৫ ইং এর সংখ্যা থেকে অনুদিত]

'দৈনিক ওয়াতান' (লণ্ডন) ঃ
১০ই এপ্রিল '৮৫ ইং

ইংল্যাণ্ড জামাত আহমদীয়ার ২০তম বার্ষিক সম্মেলন সুসম্পন্ন

লণ্ডন (ওয়াতান নিউজ),—জামাত আহমদীয়ার ২০তম সালানা জলসা ৫, ৬ ও ৭ই এপ্রিল তারিখে জামাতের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ইউরোপিয়ান সেণ্টার (ইসলামাবাদ) টিলফোর্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে—ইহাতে ৪৮-এর অধিক দেশ থেকে প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। জামাতের বিশ্বনেতা (হযরত) মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) জলসার অনুষ্ঠানসূচী আরম্ভ হওয়ার পূর্বে জুময়ার নামায পড়ান। তারপর তিনি জলসার উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে (পাকিস্তানে) আহমদীয়াত সংক্রান্ত অর্ডিনেন্স জারী হওয়ার এবং (ইমাম,) জামাত আহমদীয়া ইংল্যাণ্ডে আসার পর জামাত আহমদীয়ার উপর বিপুলধারায় বর্ষিত ঐশীকৃপা ও অনুগ্রহ-রাজীর উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় দিন তিনি মহিলাদের জলসায় ভাষণ দান করেন। উহাতে তিনি বিশ্বব্যাপী আহমদী মহিলাদের কায়িক, মানসিক ও আর্থিক কোরবানীর কথা উল্লেখ করেন। তৃতীয় দিনের ভাষণে তিনি জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক জারীকৃত 'শ্বেত-পত্রে'র এই 'কেন্দ্রীয় অপবাদ'-টি খণ্ডন করেন যে—'আহমদীয়া জামাত হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 'খাতামান-নবীয়িন' বলে মানে না'। তিনি কুরআন, হাদীস ও ইসলামের সর্বজনমান্য বুজুর্গগণের বিভিন্ন উদ্ধৃতি পেশ করেন এবং বলেন যে 'শ্বেত-পত্রে'র অপবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অনুষ্ঠানটিতে সাড়ে পাঁচ হাজার প্রতিনিধি যোগদান করেন, যাদের সকলের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা জামাতী ঐতিহ্য মোতাবেক ছিল। এক হাজার ব্যক্তির থাকার ব্যবস্থা ইসলামাবাদের অট্টলিকাসমূহে করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে গেষ্ট হাউস, নিকটবর্তী বাস গৃহ ও হোটেলগুলিতে অবশিষ্ট ব্যক্তিদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

জগৎ জুড়া বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত আহমদীয়া লিটারেচার এবং জামাতের প্রতিষ্ঠাতার সদ্য পুনঃপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সমষ্টিসমূহ দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ ছিল।"

[দৈনিক 'ওয়াতান' (লণ্ডন)-এর ১০ই এপ্রিল '৮৫ ইং সংখ্যা থেকে অনুদিত]

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আহমদীয়া সাংবাদিক সম্মেলন সম্পর্কে দৈনিক 'জং' (লণ্ডন)-এ প্রকাশিত ভাষ্য

লন্ডন ('জং' প্রতিনিধি)—জামাত আহমদীয়া, পাকিস্তানে জামাত এবং উহার সদস্যদের বিরুদ্ধে আরোপিত বাধা-নিষেধ ও (নির্যাতনমূলক) অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপের বিষয়টি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন এবং মানবাধিকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করবে। এ কথার ঘোষণা আজ (১২ই এপ্রিল '৮৫ ইং) এখানে ইংল্যান্ড জামাত আহমদীয়ার ২০তম বার্ষিক জলসায় যোগদানকারী ৪৮টি দেশের প্রতিনিধিদের সম্মিলিত প্রেস কনফারেন্সে করা হয়। কনফারেন্সে ৩৭ টি দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনটিতে আমেরিকান

প্রতিনিধি মোজাফফার আহমদ জাফর, ইংল্যান্ডের মিসেস সালমা মোবারেকা, ভারতের সৈয়দ ফজল আহমদ, ঘানার আবদুল ওহ্হাব আদম ভাষণ দান করেন। কিন্তু কনফারেন্সে বিবৃতি পাঠ করেন মিঃ মোজাফফর আহমদ জাফর। তিনি বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানে আহমদীদের উপর পরিচালিত 'জুলুম অত্যাচার' প্রতিরোধের জন্য সাধ্যমত সম্ভাব্য সবকিছুই করা হবে। তিনি বলেন, আমরা পশ্চিমা দেশগুলির সরকারদের নিকট আবেদন জানাচ্ছি তারা যেন পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে পরিচালিত ক্রিয়াকলাপকে বন্ধ করাবার উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রভাব খাটান। তিনি বলেন, এ বৎসর যখন জাতিসংঘের উদ্যোগে 'শিশু বর্ষ' উদ্যাপন করা হচ্ছে তখন লক্ষ লক্ষ আহমদী মুসলমান শিশুদেরকে স্কুলে যাওয়া থেকে বাধাদান করা হয়েছে। পাকিস্তানে মনস্তাত্বিক হত্যাকান্ড ব্যাপক ও সাধারণভাবে অব্যাহত রয়েছে। বহুজনকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এ সম্ভাবনাটিকে উড়িয়ে দেয়া যায় না যে জেনারেল জিয়া এবং তার সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়া ব্যক্তিগতভাবে একজন কুট ও কুটিল প্রকৃতির মানুষ কিন্তু পাকিস্তানের জনসাধারণ বড়ই ভাল। তিনি বলেন, নিশ্চয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চাপ সৃষ্টি করা হবে। প্রেস কনফারেন্সে পাকিস্তানের বর্তমান সরকারকে 'জালেম সরকার' বলে অভিহিত করা হয়।

ভারতের মিঃ ফজল আহমদ বলেন, পাকিস্তানে যাকিছু ঘটছে তদ্বারা পাকিস্তান এবং স্বয়ং ইসলাম ধর্মের প্রভূত ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে। তিনি দাবী করেন যে, জামাত আহমদীয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সমর্থনকারী ছিল। পক্ষান্তরে মোল্লারা (জামাত ইসলামী ও আহরারী দল) সর্বদা পাকিস্তান বিরোধী ভূমিকা পালনকারী ছিল। ইহারা পাকিস্তানকে 'কাফেরে আজম' এবং পাকিস্তানকে 'পলিদস্তান' (নাপাকস্তান) বলে প্রচার করতো। প্রকৃতপক্ষে এ সকল মোল্লা আজও পাকিস্তানবিরোধী এবং ইহার মূলে কুঠারাঘাতের উদ্দেশ্যে ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত। ঘানার মিঃ আঃ ওহ্হাব আদম আহমদীদের আকায়েদ সম্পর্কীত একটি প্রশ্নের উত্তর দেন। ভারতের প্রতিনিধি বলেন যে, সেখানে (ভারতে) তাঁদের আকায়েদ (ধর্মীয় বিশ্বাস) সংরক্ষিত, সেজন্যে তিনি ভারতে বাস করেন বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি বলেন যে মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রকারের বৈষম্যের প্রয়োগ করা হয় না। যদি মুসলিম নিধনকারী দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় তা'হলে সেগুলিতে আহমদী মুসলমানরাও সে ভাবেই প্রভাবিত হয় যেভাবে অন্যান্য মুসলমানরা হয়ে থাকে। একটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, পাকিস্তানে ৪০ লক্ষ আহমদী রয়েছেন এবং জগৎব্যাপী সামগ্রিক ভাবে ১ কোটি ৩০ লক্ষ আহমদী বাস করেন।

কনফারেন্সের সূচনায় মিঃ মোজাফফর আহমদ জাফর সকল প্রতিনিধির পক্ষ থেকে লিখিত যে বিবৃতি পাঠ করেন উহাতে বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানে আহমদীদের জন্য নিজেদেরকে মুসলমান বলার, আজান দানের, নিজেদের মসজিদগুলিকে 'মসজিদ' বলার নিজেদের আকায়েদ প্রচার করার, এমনকি 'আস-সালামু আলাইকুম' বলার উপরও আইনগত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই ধারায় পাকিস্তানের মত দেশে মুসলমানদের একটি বিরাট জনগোষ্ঠীকে তাদের শুধু মৌলিক মানবীয় অধিকার সমূহ থেকেই নয় বরং মৌলিক বিশ্বাস থেকেও বঞ্চিত করার বল প্রয়োগমূলক অভিযান শুরু করা হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের এই অর্ডিনেন্স জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের ১৮ নং ও ২০ নং আর্টিক্যালের প্রকাশ্য পরিপন্থী। 'আস-সালামু আলাইকুম' উচ্চারণকারী আহমদী মুসলমানদেরকে কারাবরণের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। যদি আহমদী মুসলমানগণ (ধর্মীয় মতে) কোন নেক কাজ করে তাহলে সেটাকেই অপরাধ বলে ধরা হয়। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, প্রেসিডেন্ট জিয়া আহমদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করার ভূমিকা পালন করেছেন। .....বিবৃতিতে এ প্রত্যাশা অভিব্যক্ত করা হয়েছে যে, পাকিস্তানের নূতন রাজনৈতিক সরকার অবস্থার এই অবনতি রোধ করার ও সঠিক প্রতিকারের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। .....বস্তুতপক্ষে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। অথচ আহমদীরা শুধু মুসলমানই নয়, বরং তারা পরম দেশপ্রেমিক এবং শান্তি প্রিয় নাগরিক। বিবৃতিটিতে পাকিস্তান সরকারের পদক্ষেপগুলির

কঠোর সমালোচনা করা হয়। তাঁরা হোশিয়ারী উচ্চারণ করেন যে, এতদঞ্চলে স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে নৈরাজ্য সৃষ্টির পূর্বেই যেন এই দুঃখজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটানো হয়।"

বিবৃতিটিতে রয়েছে নিম্ন বর্ণিত ৩৭টি দেশের প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর ঃ আমেরিকা, ঘানা, সিয়েরালিওন, সিঙ্গাপুর, মালায়শিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি, মিশর, টিউনিস, সিরিয়া, নেদারল্যান্ড, জর্দান, ইন্ডোনেশিয়া, পঃ জার্মানী, কুয়েত, উগান্ডা, গাম্বিয়া, নাইজেরিয়া, নরওয়ে, ভারত, বাংলাদেশ (প্রতিনিধি ছিলেন জনাব গোলাম আহমদ খান এবং আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী), আবিজান, জায়ের, কেনাডা, স্পেন, সুইটজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন, গিয়ানা, জাম্বাবোয়ে, জাপান, ডেনমার্ক ইংল্যান্ড, মরিশাস, ফ্রান্স। পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত মিঃ নাসীম আহমদ 'ফ্রি রাইটার' হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। (উল্লিখিত প্রতিটি দেশের সহিত প্রতিনিধিদের নামও প্রকাশিত হয়েছে—অনুবাদক)

[দৈনিক 'জং' (লন্ডন) ১২ই এপ্রিল '৮৫ ইং সংখ্যা থেকে অনূদিত]

অনুবাদ : মোঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

'ভুল' সংশোধন ঃ ২৪ পৃঃ ১৮ লাইনে 'পাকিস্তানকে'-এর পরিবর্তে হবে 'কায়েদ-আজমকে'।

মসীহ্ মওউদ (আঃ) দিবস উদ্‌যাপিত

আল্লাহ্‌তায়ালার খাস ফজল ও করমে গত ২১।৩।৮৫ইং রোজ বৃহস্পতিবার পটুয়াখালী খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে আঞ্জুমান ভবনে সাফল্যের সহিত মসীহ মওউদ (আঃ) দিবস উদযাপিত হয়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পটুয়াখালী আঃ আঃ-এর প্রেসিডেন্ট নজীব মৌলভী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব। অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাহেব এবং নযম পাঠ করেন আহমদ তারেক মোবাশ্বের। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা, সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সুলতানুল কলম হিসাবে মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কৃতিত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান সাহেব, জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, জনাব মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন মিল্লাত, জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন এবং জনাব মোঃ নাসির উদ্দীন সাহেব। সভাপতির ভাষণে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বিভিন্ন দাবী, সংস্কার, খতমে নবুওত এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর জীবনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর দোওয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানটির ঘোষণা ও পরিচালনায় ছিলেন জনাব মোঃ লুৎফুর রহমান, মোতামাদ, মঃ খোঃ আঃ পটুয়াখালী। সংবাদদাতা—মোঃ নাসির উদ্দীন

জেঃ সেঃ বাঃ মঃ আতফালুল আহমদীয়া

নারায়ণগঞ্জে খোদ্দামের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ালার ফজলে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে গত ১২ই এপ্রিল ৮৪ইং রোজ শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

এই বাবরকত ইজতেমায় বহু সংখ্যক খোদ্দাম, আতফাল, আনসার সাহেবান ব্যতীত মুন্সীগঞ্জ, রিকাবী বাজার, ঢাকা মজলিসের সদস্যগণ অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাজ বাজামাত আদায়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানসূচী আরম্ভ হয়।

সকাল ৮-৩০মি: থেকে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন মোবাশ্বের আহমদ, আহাদ নামা পাঠ এবং উদ্বোধনী ভাষণ দেন ন্যাশনাল কায়েদ মোহতরম মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি আবু তাহের ঢালী। এরপর স্থানীয় কায়েদ মনির উদ্দিন আহমদ ভাষণ দেন। তারপর বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করে আবু তাহের ঢালী (মোতামাদ)। ইহার পর খোদ্দাম ও আতফালের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা এবং কোরআন তেলাওয়াত, নজম, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জুম্‌য়ার নামাজের পর দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট মুন্সী আবদুল খালেক সাহেব। শিক্ষামূলক বক্তব্য রাখেন জনাব মৌ: মোস্তফা আলী সাহেব, মৌ: আনোয়ার আলী সাহেব' মৌ: আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, আজহার উদ্দিন খন্দকার সাহেব এবং জেরে তবলীগ ভাইদের প্রশ্নোউত্তর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় বাদ মাগরিব সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল নায়েবে আমীর-২ মোহতারম খলিলুর রহমান সাহেব। তিনি তবলীগের গুরুত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। এরপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি চৌ: আতিকুল ইসলাম সাহেব। তারপর ইজমায়ী দোওয়া ও আহাদ পাঠরে মাধ্যমে কার্যক্রম শেষ হয়।

ইহা ছাড়া গত ৮ই এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ ষ্টেডিয়ামে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে বহু খোদ্দাম ও আতফাল অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতাগুলি ছিল দৌড়, ধীরগতি সাইকেল চালানো, গুলাইল শুটিং, মোড়গ লড়াই, বিস্কুট দৌড়। দোওয়ার মাধ্যমে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদদাতা—মনির উদ্দিন আহমদ

কায়েদ, ম: খো: আ: নারায়ণগঞ্জ।

চট্টগ্রাম লাজনার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২২ ও ২৩শে মার্চ ১৯৮৫ ইং চট্টগ্রাম লাজনা এমাউল্লাহর ১১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে মার্চ লাজনা এবং নাসেরাতের লিখিত এবং মৌখিক দ্বীনি মালুমতের পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৮টায় হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। ১২টা হইতে ২টা পর্যন্ত জুময়ার নমাজ এবং খাওয়া দাওয়ার জন্য বিরতী থাকে। ২৩শে মার্চ সকাল ৮টা হইতে কোরআন তেলাওয়াতের পর এজতেমার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। স্থানীয় আমীর, জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব 'দায়ী ইলাল্লাহ' বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। তারপর লাজনা এবং নাসেরাতের বিভিন্ন গ্রুপের কোরআন নাজেরা, নযম এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নাসেরাতকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। লাজনার একটি গ্রুপই ছিল। লাজনা এবং নাসেরাতের প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল, কুরআন নাজেরা, কোরআনের তর্জমা, নযম, বক্তৃতা, রান্না এবং সেলাই। সমস্ত পরীক্ষা রাবওয়া হইতে প্রেরিত সিলেবাস অনুযায়ী নেওয়া হয়। বেলা ১টা হইতে ২টা পর্যন্ত নামাজ এবং খাওয়া-দাওয়ার পর সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বেশ কয়েকজন গয়ের আহমদী মেহমানও

উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মহিলাও ছিলেন। ধর্মীয় শিক্ষামূলক আলোচনা বিকাল ৫টা পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়িনীদের মধ্যে ১ম, ২য় এবং ৩য় পুরুস্কার সার্টিফিকেট সহ বিতরণ করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং জুনিয়ার মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষার কৃতি ছাত্রীদিগকে বিশেষ পুরস্কার দানে উৎসাহিত করা হয়। চট্টগ্রাম রোটারী ক্লাব হইতে Best Head Mistress হিসাবে স্বর্ণপদক প্রাপ্তির জন্য, চট্টগ্রাম সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়েত্রী মিসেস জোহরা খাতুনকে চট্টগ্রাম লাজনার তরফ হইতে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। দোওয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

চট্টগ্রাম লাজনার সার্বিক উন্নতির জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট বিশেষভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

মিসেস মুক্তার বান,
প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম লাজনা এমাউল্লাহ

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর সকল স্থানীয় মজলিসের জয়ীমে আলা সাহেবানের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, আসন্ন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মজলিসে শুরায় যোগদানের সুযোগে কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে :

(ক) যে সমস্ত মজলিস এখন পর্যন্ত ১৯৮৫ সনের বাজেট প্রেরণ করেন নাই, তাহাদিগকে বাজেট প্রণয়ন করিয়া সংগে আনিতে হইবে।

(খ) ৮৫ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত আদায়কৃত চাঁদা সংগে আনিতে হইবে।

অনেক মজলিস বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নামে ডি, ডি, পাঠাইয়া থাকেন, যাহা আমাদের জন্য অসুবিধাজনক হইয়া যায়। সুতরাং এখন থেকে "বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ"—এই নামে ডি, ডি পাঠাইবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। ডি, ডি, এবং বাজেট সংক্রান্ত কাগজ-পত্র খাকসারের নিকট পাঠাইতে হইবে। —খাকসার

মোহাম্মদ শামসুর রহমান
সেক্রেটারী ফাইনান্স, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ

কৃতি ছাত্রী

চট্টগ্রাম নিবাসী জনাব আমান উল্লাহ খান সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা তানিয়া খান ১৯৮৫ সনের জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে, তার সুস্বাস্থ্য এবং দ্বিনী ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য এবং তার অসুস্থ পিতার দ্রুত আরোগ্যের জন্য সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

দোওয়ার আবেদন

আমার আম্মা আজ দীর্ঘদিন যাবৎ বার্দ্ধক্যজনিত কারণে নানাবিধ অসুখে ভুগিতেছেন। তাঁহার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

খাকসার— **নুরউদ্দিন আহমদ খান**, ঢাকা।

ফযিলতে রমজানুল মোবারক সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রিয় ভ্রাতা,

মোকাররকী জনাব আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবান,

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।

আশা করি খোদার ফজলে কুশলেই আছেন। পবিত্র মাহে রমজান সমাগত প্রায়। এই মাস ইবাদত বন্দেগীর ; বিশেষ করিয়া নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার ফজল রহমত ও নৈকট্য লাভের এক বিরাট সুযোগ বহণ করিয়া আনে। আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া করি তিনি যেন প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নীকে এই পবিত্র মাসে অধিক হইতে অধিকতর ফায়দা হাসিলের তৌফিক দান করেন। কোরআন শরীফ ও হাদিসের নির্দেশাবলীর আলোকে এই মাসে অধিক পরিমাণে সদকা ও খয়রাত করা প্রয়োজনীয়। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মহান আদর্শ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। তিনি মাহে রমজানে ঝড়-তুফানের চেয়েও বেশী প্রবল গতিতে সদকা ও খয়রাত করিতেন।

এই মোবারক মাসে যাহাতে কোরআন শরীফের দরস বাকায়দা দেওয়া হয়, সেইজন্য মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান যেন তাহাদের নিজ নিজ জামাতে দরসের ব্যবস্থা করেন এবং প্রেসিডেন্ট সাহেবান তাহাদের সাহায্য করিবেন। যে জামাতে কোন মুরুব্বী বা মোয়াল্লেম নাই সেই জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব স্বয়ং অথবা যে কোন একজন কোরআন জানা ভ্রাতা দ্বারা দরস দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। যদি কোন তফসীর করার মত বা আমাদের জামাতের মূল পুস্তকাদি হইতে দরস দিবার কেহ না থাকে তাহা হইলে বাংলা পড়া জানা কোন শিক্ষিত আহমদী ভ্রাতা পাক্ষিক 'আহমদী' পত্রিকায় প্রকাশিত সুরা ফজর, সুরা শামস, সুরা কদর, সুরা তাকাসোর, সুরা আসর, সুরা হোমাযা, সুরা ফীল, সুরা কুরায়েশ, সুরা মাউন, সুরা কওসার, সুরা কাফেরুন, সুরা লাহাব, সুরা এখলাস, সুরা ফালাক, সুরা নাস-এর তফসীর এবং পবিত্র কোরআনের সুরা ফাতেহার তফসীর যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে উহা পাঠ করিবেন। ইহা ছাড়া পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারাহ হইতে যে ধারাবাহিক তরজমা আহমদী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে উহাও পাঠ করিবেন। সেইজন্য এখন হইতে পত্রিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখার বন্দোবস্ত করিবেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেকে কমপক্ষে দৈনিক এক পারা করিয়া নামেরা কোরআন পাঠ করিতে সচেষ্ট হইবেন। এই ব্যাপারে কতটুকু বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা পত্র দ্বারা অত্র অফিসে আমাকে অবগত করিবেন।

প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ ও স্বগৃহে অবস্থিত ভ্রাতা ও ভগ্নী বিনা ব্যতিক্রমে যাহাতে রোজা রাখেন, সে সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট, মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান সযত্ন নেগরানী রাখিবেন। গ্রামবাসী যাহারা বার্ধক্য বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে রোযা রাখিতে অক্ষম, তাহারা একমাসের জন্য কমপক্ষে ২৫০ টাকা 'ফিদিয়া' জামাতের ফাণ্ডে জমা দিবেন। এই ফাণ্ডের টাকা

প্রয়োজনমত সম্যক বা একাংশ রোজা চলাকালীন সময়ে স্থানীয় গরীব ভ্রাতাদের জন্য সাহায্য হিসাবে দিবেন, বাকী উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিবেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তেজগাঁও, মোমেনশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও নারায়ণগঞ্জ-এর মত শহরে ফিদিয়া হইবে কমপক্ষে ৩০০ টাকা। আল্লাহ যাহাদের মালী হালাত ভাল করিয়াছেন, তাহারা নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী বর্ধিত হারে ফিদিয়া দিবেন। এইসব জামাতের ফিদিয়ার উদ্বৃত্ত টাকা অত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাইবেন। এবারকার জন্য ফিৎরানা মাথা পিছু ২০-০০ টাকা ধার্য্য করা গেল। ইহার অর্ধেক ১০ টাকা। অবস্থানুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পুরা বা অর্ধেক হারে ফিৎরানা দেওয়া যাইবে। স্মরণ রাখিবেন এক দিনের নবজাত শিশুর জন্যও ফিৎরানা দিতে হইবে। যে জামাতে ফিৎরানা লইবার লোক নাই অথবা ফিৎরানা বিতরণের পর টাকা উদ্বৃত্ত থাকে সেই টাকা অত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাইবেন। ইহা ছাড়া আরও একটি উল্লেখ্য বিষয় এই যে মোট আদায়কৃত ফিৎরানা হইতে শতকরা দশ ভাগ অত্র অফিসে অবশ্যই পাঠাইতে হইবে। এইরূপ ভাবে যাহাদের উপর যাকাত ফরয তাহারা এই পবিত্র মাসে যাকাত আদায়ে যত্নবান হইবেন।

রমজান মাস নফল এবাদত, জিকরে ইলাহী ইত্যাদির এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে। সকল ভ্রাতা নামায তাহাজ্জুদ, তেলাওয়াতে কোরআন, দরূদ শরীফ পাঠ, এস্তেগফার, মসনুন দোওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য হাসিলের জন্য সর্বদা চেষ্টায় রত থাকিবেন এবং জামাতের উন্নতির জন্য বেশী করিয়া দোওয়া করিবেন। যেখানে সম্ভব তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ নামায বাজামাত-এর ব্যবস্থা করিবেন এবং জামাতের সকল ছেলে-মেয়েদিগকে নিয়া নামাজ পড়িবেন। যেখানে তাহাজ্জুদ নামাজ বাজামাত পড়া সম্ভব নয় সেখানে অবশ্যই তারাবীহর নামাজ বাজামাত আদায় করিবেন। স্মরণ রাখিবেন, তারাবীহ নামাজ পড়ার পরও তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া যায়।

রমজান মাসের শেষের ১০ দিনে হযরত রসুল করীম (সাঃ) ইতেকাফ করিতেন। ইহা বড়ই বরকতপূর্ণ এবং জরুরী ইবাদত। প্রত্যেক জামাতে যাহাতে বেশী ভ্রাতা-ভগ্নী ইহাতে শরীক হন তাহার জন্য এখন হইতেই চেষ্টা করিবেন। রমজান মাসে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর কিতাব যথা কিশতীয়ে নূহ, ইসলামী নীতি দর্শন ও সিলসিলার অন্যান্য পুস্তকাদি যথা আহমদীয়াতের পয়গাম, আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব পুস্তক সমূহ বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিয়মিত পাঠ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) এর খোৎবা ও খোৎবার ক্যাসেটসমূহ শুনিবার নিয়মিত ব্যবস্থা করিবেন।

বন্ধুগণকে ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে রমজান মোবারকে বান্দার দোওয়া বিশেষভাবে কবুল হয়। সেইজন্য জামাতের বর্তমান কঠোর অগ্নিপরীক্ষার সময় জামাতের পূর্ণ হেফাজতের জন্য আপনারা সকলে আল্লাহতায়ালার দরবারে স্ব স্ব হৃদয়ের গভীর বেদনা-কষ্ট ও উদ্বেগ নিবেদন করিয়া অবিরাম ধৈর্য্য ও সহনশীলতার সহিত দোওয়া করিতে থাকিবেন যেন আল্লাহ-তায়ালা তাঁহার সকল বান্দাকে হেদায়াত দান করেন এবং দুনিয়ার অন্ধকার দূর করিয়া উজ্জ্বল

দিনের উদয় করেন। এতদসংগে সদকা ও বেশী বেশী নফল নামায ও কুরআন পাকের তেলাওয়াত জারী রাখিবেন।

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর পূর্ণ স্বাস্থ্য, সুদীর্ঘ হায়াত এবং তাঁহার কার্যক্রম পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সিলসিলার সকল মুরুব্বী ও সর্বশ্রেণীর ওহুদাদার ও সকল ভ্রাতা ও সকল ভগ্নীর জন্য এবং ইসলাম তথা আহমদীয়াতের বিশ্ব-বিজয়ের জন্য এবং দুনিয়াতে শান্তি কায়েমের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও ইজতেমায়ী দোওয়া জারী রাখিবেন। বন্ধুগণ স্মরণ রাখিবেন যে পঞ্চদশ শতাব্দী হিজরীর ৫ম বর্ষ চলিতেছে। এই শতাব্দী ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী। সুতরাং বন্ধুগণ ঐকান্তিকতার সহিত আল্লাহ্‌-তায়ালার দরবারে বিশেষভাবে দোওয়া করিবেন যেন তিনি সেই গৌরবোজ্জল মহাকল্যাণ-বর্ষী বিশ্বশান্তি আমাদিগকে অচিরেই লাভ করার সৌভাগ্য দেন, বিশ্ব-মানব যেন মহা মহিমাময়ের গুণগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে এবং সুদিনের হাসি মানুষের মুখে ফুটিয়া উঠে। 'আহমদী'-র পাঠক-পাঠিকাগণ অবগত আছেন যে পাকিস্তানে পবিত্র কলেমা তৈয়ব বিধ্বংসী এবং আহমদীয়তের বিরুদ্ধে নির্যাতন মূলক ঘৃণ্য কার্যকলাপ চলিতেছে। এই অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটিয়া সারা বিশ্বে কলেমা তৌহীদের প্রতিষ্ঠার জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ রমজান ব্যাপী সকাতরে দোওয়া করিবেন। (আমীন)

বাংলাদেশের জামাতেরও হেফাজত ও কল্যাণের জন্য দোওয়ার বিশেষ আবেদন করিতেছি। আল্লাহতায়ালা সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। ওয়াসসালাম। খাকসার

মোহাম্মদ

আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

শুভ বিবাহ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাশারুক জামাতের প্রেসিডেন্ট ডাঃ আবদুর রউফ সাহেবের প্রথম পুত্র কবির আহমদের শুভ বিবাহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মৌড়াইল নিবাসী জনাব আবদুল আওয়াল সাহেবের প্রথমা কন্যা মাহবুবা বেগম (বীনা)-এর সহিত ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা দেন মোহরে ১২ই এপ্রিল রোজ শুক্রবার বাদ জুময়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার "মসজিদে মোবারকে' সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান উক্ত জামাতের প্রেসিডেন্ট ডাঃ আনোয়ার হোসেন সাহেব। সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য খাস-ভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

২ বিগত ১৩-৪-৮৫ ইং রোজ শনিবার দুর্গারামপুর জামাতের প্রাক্তন মোয়াল্লেম জনাব মোহাঃ ইয়াকুব আলী ফকির সাহেবের চতুর্থ কন্যা মোসাম্মৎ উম্মে কুলসুম এর সহিত একই জামাতের জনাব মোহাঃ ইব্রাহীম আলী সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র জনাব মোহাঃ কামরুল হাসান (মিন্টু) এর শুভ বিবাহ বিশ হাজার এক টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌঃ আবুল আসেম আনসারী সাহেব (মুয়াল্লেম)। উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানান যাইতেছে যে বিগত ১২ই এপ্রিল '৮৫ ইং প্রবীণ আহমদী জনাব কাজী খলিলুর রহমান খাদেম সাহেব হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ৩নং রোড, ১৬নং ধানমন্ডীস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ৮৪ বৎসর। তাঁহার নির্ভিক ও নিরলস তবলিগী প্রচেষ্টায় আল্লাহতায়ালার ফজলে বাংলাদেশে বহু ব্যক্তি বয়েত করিয়া আহমদীয়া জামাতে দাখেল হন। মরহুম মানব সেবার কাজে বিশেষ উৎসাহ বোধ করিতেন। ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ মরহুমের রুহের মাগফিরাত ও দরজাতের বুলন্দির জন্য দোওয়া করিবেন। আমরা শোক সন্তপ্ত পরিবারের নিকট মরহুমের আকস্মিক ইন্তেকালে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। আল্লাহতায়ালা তাঁহাদের সকলকে ধৈর্যধারণের তৌফিক দিন এবং সর্বোতভাবে তাহাদের হাফেজ ও নাসের ও হাদী হউন। আমীন।

দোওয়ার আবেদন

১। ১৫ই এপ্রিল '৮৫ ইং মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের চোখের অপারেশন হয়। আল্লাহতায়ালার ফজলে তিনি দ্রুত আরোগ্যের পথে। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে তাঁহার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য খাসভাবে দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

২। পাক্ষিক আহমদীর সম্পাদক মৌঃ এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার সাহেব দীর্ঘকাল যাবত বার্ধক্য জনিত কারণে অসুস্থ আছেন। কয়েকদিন যাবৎ তিনি বেশী অসুস্থ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সকল ভ্রাতা ভগ্নির খেদমতে তাঁহার আশু আরোগ্য, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য সকাতর দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

৩। জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব (রেডিও মেকানিক, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)-এর কিডনী অপারেশন হইয়াছে। তিনি ঢাকা হোলী ফ্যামেলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁহারঅশু রোগমুক্তি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে। —মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ.

৪। আমার নানাজী জনাব মোঃ আব্দুল কাদের জিলানী আজ হইতে দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন রোগে জর্জরিত হইয়া বর্তমানে বিছানায় শায়িত। তিনি আহমদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করার পর নিজে বয়েত করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হইয়াছিলেন। তাহার আশু আরোগ্য সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি। থাকছার—ফারুক আহমদ

মোতামেদ তারুয়া ম: খো: আ:

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar*